BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (2nd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : AZAN

كِتَابُ الْأَذَانِ

অধ্যায় ঃ আযান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأَذَانِ

অধ্যায় ঃ আযান

٣٩٣. بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُوْنَ وَقَوْلُهُ: إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.....

৩৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সূচনা। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'যখন তোমরা সালাতের দিকে আহবান কর, তখন তারা (মুশরিকরা) এ নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ ও কৌতুক করে। তা এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা উপলব্ধি করে না'– (সূরা মায়িদা ঃ ৫৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন ঃ 'আর যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহবান করা হয়'..... (সূরা জুমু'আ ঃ ৯)।

٥٧٦ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوْتِرَ الْإِقَامَةَ .

৫৭৬ ইমরান ইব্ন মাইসারা (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সালাতে সমবেত হওয়ার জন্য) সাহাবা-ই কিরাম (রা.) আগুন জ্বালানো অথবা নাকূস[১] বাজানোর কথা আলোচনা করেন। আবার এগুলোকে (যথাক্রমে) ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রথা বলে উল্লেখ করা হয়। তারপর বিলাল (রা.)-কে আযানের বাক্য দু'বার করে ও ইকামতের বাক্য বেজোড় করে বলার[২] নির্দেশ দেওয়া হয়।

১. প্রাচীনকালে ব্যবহৃত এক প্রকার কাষ্ঠ নির্মিত ঘন্টা যা নাসারারা গির্জায় উপাসনার সময় ডাকার কাজে ব্যবহার করত।
২. হানাফী মতাবলম্বীগণ অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে ইকামতের বাক্যগুলোকে দু'বার করে বলে থাকেন।

٥٧٧ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ .

৫৭৭ মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.) বলতেন যে, মুসলমানগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সালাতের সময় অনুমান করে সমবেত হতেন। এর জন্য কোন ঘোষণা দেওয়া হতো না। একদিন তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকজন সাহাবী বললেন, নাসারাদের ন্যায় নাকূস বাজানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর কয়েকজন বললেন, ইয়াহূদীদের শিঙ্গার ন্যায় শিঙ্গা ফোকানোর ব্যবস্থা করা হোক। উমর (রা.) বললেন, সালাতের ঘোষণা দেওয়ার জন্য তোমরা কি একজন লোক পাঠাতে পার না ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে বিলাল, উঠ এবং সালাতের জন্য ঘোষণা দাও।

٢٩٤. بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى

৩৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ দু' দু'বার আযানের শব্দ বলা।

٥٧٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلاَّ الإِقَامَةَ .

৫৭৮ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.)-কে আযানের শব্দ দু' দু'বার এবং 'قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ' ব্যতীত ইকামাতের শব্দগুলো বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

٥٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ .

৫৭৯ মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিমগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাঁরা সালাতের সময়ের জন্য এমন কোন সংকেত নির্ধারণ করার প্রস্তাব দিলেন, যার সাহায্যে সালাতের সময় উপস্থিত এ কথা বুঝা যায়। কেউ কেউ বললেন, আগুন জ্বালানো হোক, কিংবা ঘন্টা বাজানো হোক। তখন বিলাল (রা.)-কে আযানের শব্দগুলো দু' দু'বার এবং ইকামতের শব্দগুলো বেজোড় বলার নির্দেশ দেওয়া হলো।

banglainternet.com

٣٩٥. بَابُ الْاِقَامَةُ وَاحِدَةٌ اِلاَّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ

৩৯৫. অনুচ্ছেদঃ কাদ কামাতিস্—সালাতু ব্যতীত ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা।

٥٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُوْتِرَ الْاِقَامَةَ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ فَذَكَرْتُ لاَيُّوْبَ فَقَالَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ .

৫৮০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.)-কে আযানের বাক্যগুলো দু' দু'বার এবং ইকামতের বাক্যগুলো বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইসমায়ীল (র.) বলেন, আমি এ হাদীস আইয়্যুবের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তবে 'কাদ্‌কামাতিস্ সালাতু' ব্যতীত।

٣٩٦. بَابُ فَضْلُ التَّاذِيْنِ

৩৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের ফযীলত।

٥٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَيَسْمَعَ التَّاذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَيَدْرِى كَمْ صَلّٰى .

৫৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ণ করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন সালাতের জন্য ইকামত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইকামত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌছে যে, সে কয় রাকাআত সালাত আদায় করেছে তা মনে করতে পারে না।

٣٩٧. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَذِّنْ اَذَانًا سَمْحًا وَاِلاَّ فَاعْتَزِلْنَا

৩৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের স্বর উচ্চ করা। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) (মুআয্‌যিনকে) বলতেন, স্বাভাবিক কণ্ঠে সাদাসিধাভাবে আযান দাও, নতুবা এ পদ ছেড়ে দাও।

banglainternet.com

٥٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قَالَ اَبِىْ صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِىِّ ثُمَّ الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ قَالَ لَهُ اِنِّى اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ فِى غَنَمِكَ اَوْ بَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلٰوةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ شَىْءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫৮২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আনসারী মাযিনী (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) তাঁকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বক্‌রী চরানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালবাস। তাই তুমি যখন বক্‌রী নিয়ে থাক, বা বন-জঙ্গলে থাক এবং সালাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে আযান দাও। কেননা, জিন্, ইনসান বা যে কোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়াযযিনের আওয়ায শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবূ সায়ীদ (রা.) বলেন, একথা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শুনেছি।

٣٩٨. بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالْاَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

৩৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের কারণে রক্তপাত থেকে নিরাপত্তা পাওয়া।

٥٨٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا غَزَابِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُوْبِنَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا اَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا اِلٰى خَيْبَرَ فَاَتَيْنَاهَا لَيْلاً فَلَمَّا اَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ وَاِنَّ قَدَمِى لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَخَرَجُوْا اِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيْهِمْ فَلَمَّا رَاَوُ النَّبِىَّ ﷺ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ قَالَ فَلَمَّا رَاٰهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ .

৫৮৩ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই আমাদের নিয়ে কোন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করতেন না বরং লক্ষ্য রাখতেন, যদি তিনি তখনি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে অভিযান চালাতেন। আনাস (রা.) বলেন, আমরা খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং রাতের বেলায় তাদের সেখানে পৌঁছলাম। যখন প্রভাত হল এবং তিনি আযান শুনতে পেলেন না; তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ার হলেন। আমি আবূ তালহা (রা.)-এর পিছনে সাওয়ার হলাম। আমার পা, নবী ﷺ-এর কদম মুবারকের সাথে লেগে

banglainternet.com

যাচ্ছিল। আনাস (রা.) বলেন, তারা তাদের থলে ও কোদাল নিয়ে বেরিয়ে আমাদের দিকে আসল। হঠাৎ তারা যখন নবী ﷺ -কে দেখতে পেল, তখন বলে উঠল, 'এ যে মুহাম্মদ, আল্লাহ্‌র শপথ! মুহাম্মদ তাঁর পঞ্চ বাহিনী সহ!' আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দেখে বলে উঠলেন ঃ 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন কাওমের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ !'

٣٩٩. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيْ

৩৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুআয্‌যিনের আযান শুনলে যা বলতে হয়।

٥٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

৫৮৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুআয্‌যিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বলবে।

٥٨٥ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ اِلٰى قَوْلِهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ .

৫৮৫ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র.).....ঈসা ইব্‌ন তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি মু'আবিয়া (রা.)-কে (আযানের জবাব দিতে) শুনেছেন যে, তিনি 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্' পর্যন্ত মুআয্‌যিনের অনুরূপ বলেছেন।

٥٨٦ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى نَحْوَهُ قَالَ يَحْيٰى وَحَدَّثَنِيْ بَعْضُ اِخْوَانِنَا اَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ، وَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ يَقُوْلُ .

৫৮৬ ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই (র.).....ইয়াহ্‌ইয়া (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইয়াহ্‌ইয়া (র.) বলেছেন, আমার কোন ভাই আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মুআয্‌যিন যখন 'حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ' বলল, তখন তিনি (মু'আবিয়া (রা.) 'لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ' বললেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের নবী ﷺ -কে আমরা এরূপ বলতে শুনেছি।

٤٠٠. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

banglainternet.com

৪০০. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের দু'আ।

٥٨٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا نِ الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৫৮৭ আলী ইব্ন আইয়্যাশ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে দু'আ করে ঃ 'হে আল্লাহ্-এ পরিপূর্ণ আহবান ও সালাতের প্রতিষ্ঠিত মালিক, মুহাম্মাদ ﷺ -কে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমূদে পৌঁছিয়ে দিন যার অঙ্গিকার আপনি করেছেন'– কিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে।

٤٠١. بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ وَيُذْكَرُ أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَاقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ

৪০১. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের ব্যাপারে কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন।উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদল লোক আযান দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করল।সা'দ (রা.) তাঁদের মধ্যে কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন করলেন।

٥٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

৫৮৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফযীলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হত, তাহলে অবশ্যই তারা কুরআহর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিত। যুহরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফযীলত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর ইশা ও ফজরের সালাত (জামা'আতে) আদায়ের কী ফযীলত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত।

٤٠٢. بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ

৪০২. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের মধ্যে কথা বলা।সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (র.) আযানের মধ্যে কথা বলেছেন। হাসান বসরী (র.) বলেন, আযান বা ইকামত দেওয়ার সময় হেঁসে ফেললে কোন দোষ নেই।

banglainternet.com

٥٨٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَعَبْدِ الْحَمِيْدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ وَعَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِى يَوْمٍ رَدْغٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَاَمَرَهُ اَنْ يُنَادِىَ الصَّلَاةُ فِى الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هٰذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَاِنَّهَا عَزْمَةٌ.

৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার বর্ষণ সিক্ত দিনে ইব্ন আব্বাস (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিচ্ছিলেন। এ দিকে মুআয্যিন আযান দিতে গিয়ে যখন ' حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ' -এ পৌছল, তখন তিনি তাকে এ ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যে, 'লোকেরা যেন আবাসে সালাত আদায় করে নেয়।' এতে লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তখন ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, তাঁর চাইতে যিনি অধিক উত্তম ছিলেন (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তিনিই এরূপ করেছেন। অবশ্য জুমু'আর সালাত ওয়াজিব। (তবে ওযরের কারণে নিজ আবাসে সালাত আদায় করার অনুমতি রয়েছে)।

٤٠٣. بَابُ اَذَانِ الْاَعْمٰى اِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

৪০৩. অনুচ্ছেদ ঃ সময় বলে দেওয়ার লোক থাকলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে।

٥٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا اَعْمٰى لَايُنَادِىْ حَتّٰى يُقَالَ لَهُ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ .

৫৯০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলাল (রা.) রাত থাকতেই আযান দেন। কাজেই ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.) আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা (সাহ্রীর) পানাহার করতে পার। আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.) ছিলেন অন্ধ। যতক্ষণ না তাঁকে বলে দেওয়া হত যে, 'ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে'– ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

٤٠٤. بَابُ الْاَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

৪০৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দেওয়া।

٥٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَتْنِى حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ .

banglainternet.com

৫৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুআয্যিন সুব্হে সাদিকের প্রতীক্ষায় থাকত (ও আযান দিত) এবং ভোর স্পষ্ট হতো- জামা'আত দাঁড়ানোর আগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংক্ষেপে দু' রাকাআত সালাত আদায় করে নিতেন।

٥٩٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

৫৯২ আবূ নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝে দু' রাকআত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন।

٥٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِيْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ .

৫৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলাল (রা.) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা (সাহ্রী) পানাহার করতে থাক; যতক্ষণ না ইব্ন উম্মে মাক্তূম (রা.) আযান দেন।

٤٠٥. بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

৪০৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া।

٥٩٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِيْ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُوْلَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلٰى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلٰى أَسْفَلُ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرٰى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ .

৫৯৪ আহ্মদ ইব্ন ইউনুস (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহ্রী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা, সে রাত থাকতে আযান দেয়- যেন তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদের সালাতে রত তারা ফিরে যায় আর যারা ঘুমন্ত তাদেরকে জাগিয়ে দেয়। তারপর তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ ফজর বা সুবহে সাদিক বলা যায় না, যখন এরূপ হয়-তিনি একবার আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়ে নীচের দিকে নামিয়ে ইশারা করলেন, যতক্ষণ না এরূপ হয়ে যায়। বর্ণনাকারী যুহাইর (র.) তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয় একটি অপরটির উপর রাখার পর তাঁর ডানে ও বামে প্রসারিত করে দেখালেন।[১]

১. অর্থাৎ আলোর রেখা নীচ থেকে উপরের দিকে লম্বালম্বিভাবে যখন প্রসারিত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে ফজরের ওয়াক্ত হয় না। ইহাকে "সুবহে কাযিব" বলা হয়। কাজেই এ রেখা দেখে 'সুবহে সাদিক' হয়ে গেছে বলে যেন কেউ মনে না করে। তবে যখন পূর্বাকাশে আলোর রেখা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে সুবহে সাদিক।

banglainternet.com

٥٩٥ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِي يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

৫৯৫ ইসহাক ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র.).....আয়িশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই, ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.) যতক্ষণ আযান না দেয়, ততক্ষণ তোমরা (সাহরী) পানাহার করতে পার।

٤٠٦. بَابُ كَمْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

৪০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আযান ইকামতের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু।

٥٩٦ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ .

৫৯৬ ইসহাক ওয়াসিতী (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যে সালাত রয়েছে। একথা তিনি তিনবার বলেন, (তারপর বলেন) যে চায় তার জন্য।

٥٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيَّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ اِذَا اَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ حَتّٰى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذٰلِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ شَيْءٌ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَاَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلَّا قَلِيْلٌ .

৫৯৭ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআয্যিন যখন আযান দিত, তখন নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন নবী ﷺ-এর বের হওয়া পর্যন্ত (মসজিদের) স্তম্ভের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং এ অবস্থায় মাগরিবের আগে দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন। অথচ মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যে কিছু (সময়) থাকত না। উসমান ইব্ন জাবালা ও আবূ দাউদ (র.) শু'বা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান খুবই সামান্য হত।

٤٠٧. بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الْاِقَامَةَ

banglainternet.com

৪০৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের জন্য অপেক্ষা করা।

৫৯৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ .

৫৯৮ আবূল ইয়ামান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুআয্যিন ফজরের সালাতের প্রথম আযান শেষ করতেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সুবহে সাদিকের পর ফজরের সালাতের আগে দু' রাকাআত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন, তারপর ডান কাতে শুয়ে পড়তেন এবং ইকামতের জন্য মুআয্যিন তাঁর কাছে না আসা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।

٤٠٨. بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

৪০৮. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ইচ্ছা করলে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করতে পারেন।

৫৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ لِمَنْ شَاءَ .

৫৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা যায়। প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা যায়। তৃতীয়বার একথা বলার পর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে।

٤٠٩. بَابُ مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

৪০৯. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে এক মুয়ায্যিন যেন আযান দেয়।

৬০০ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

banglainternet.com

৬০০ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র.).....মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার গোত্রের কয়েকজন লোকের সংগে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম এবং আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত

অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও বন্ধু বৎসল ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজ পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর, আর তাদের দীন শিক্ষা দিবে এবং সালাত আদায় করবে। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামতি করবে।

٤١٠. بَابُ الْاَذَانِ لِلْمُسَافِرِ اِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْاِقَامَةِ وَكَذَالِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ وَقَوْلُ الْمُؤَذِّنِ الصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ اَوِ الْمَطِيْرَةِ

৪১০. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরদের জামা'আত হলে আযান ও ইকামত দেওয়া; আরাফা ও মুযদালিফার হুকুমও অনুরূপ এবং প্রচণ্ড শীতের রাতে ও বৃষ্টির সময় মুআয্যিনের এ মর্মে ঘোষণা করা যে, "আবাস স্থলেই সালাত"।

٦٠١ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ اَبِى الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ حَتّٰى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُوْلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬০১ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সংগে ছিলাম। মুআয্যিন আযান দিতে চাইলে তিনি বললেন ঃ ঠাণ্ডা হতে দাও। কিছুক্ষণ পর মুআয্যিন আবার আযান দিতে চাইলে তিনি বললেন, ঠাণ্ডা হতে দাও। তারপর সে আবার আযান দিতে চাইলে তিনি আবার বললেন, ঠাণ্ডা হতে দাও। এভাবে বিলম্ব করতে করতে টিলাগুলোর ছায়া তার সমান হয়ে গেল। পরে নবী ﷺ বললেন ঃ উত্তাপের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফল।

٦٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ نِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتٰى رَجُلَانِ النَّبِىَّ ﷺ يُرِيْدَانِ الصَّفَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَاَذِّنَا ثُمَّ اَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا .

৬০২ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).....মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' জন লোক সফরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে এল। নবী ﷺ তাদের বললেন ঃ তোমরা উভয়ে যখন সফরে বেরুবে (সালাতের সময় হলে) তখন আযান দিবে, এরপর ইকামত দিবে এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে।

banglainternet.com

٦٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ

قَالَ اَتَيْنَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا اَهْلَنَا اَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَاَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَاَخْبَرْنَاهُ ، قَالَ ارْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ اَحْفَظُهَا اَوْ لَا اَحْفَظُهَا وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .

৬০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র.).....মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সমবয়সী একদল যুবক নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। বিশ দিন ও বিশ রাত আমরা তাঁর নিকট অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাই বা ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি। তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি। আমরা তাঁকে জানালাম। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর। আর তাদের (দীন) শিক্ষা দাও, এবং (সৎ কাজের) নির্দেশ দাও। (বর্ণনাকারী বলেন) মালিক (রা.) আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যা আমার মনে আছে বা মনে নেই। তারপর নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় করবে। সালাতের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।

٦٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قَالَ اَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ فَاَخْبَرَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُوْلُ عَلٰى اِثْرِهِ اَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ اَوِ الْمَطِيْرَةِ فِي السَّفَرِ .

৬০৪ মুসাদ্দাদ (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রচন্ড এক শীতের রাতে ইব্‌ন উমর (রা.) যাজনান নামক স্থানে আযান দিলেন। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন ঃ তোমরা আবাস স্থলেই সালাত আদায় করে নাও। পরে তিনি আমাদের জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরের অবস্থায় বৃষ্টি অথবা প্রচন্ড শীতের রাতে মুআয্যিনকে আযান দিতে বললেন এবং সাথে সাথে একথাও ঘোষণা করতে বললেন যে, তোমরা আবাসে সালাত আদায় করে নাও।

٦٠٥ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْاَبْطَحِ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتّٰى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْاَبْطَحِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ .

banglainternet.com

৬০৫ ইসহাক (র.).....আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে

আবতাহ্ নামক স্থানে দেখলাম, বিলাল (রা.) তাঁর নিকট আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাতের খবর দিলেন। তারপর বিলাল (রা.) একটি বর্শা নিয়ে বেরুলেন। অবশেষে আবতাহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে তা পুতে দিলেন, এরপর সালাতের ইকামত দিলেন।

٤١١. بَابُ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ عَطَاءٌ الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

৪১১. অনুচ্ছেদ ঃ মুআয্যিন কি আযানের সময় ডানে বামে মুখ ফিরাবেন এবং এদিক সেদিক তাকাতে পারবেন ? বিলাল (রা.) থেকে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি আযানের সময় দু' কানে দু'টি আঙ্গুল রাখতেন। তবে ইব্ন উমর (রা.) দু' কানে আঙ্গুল রাখতেন না। ইব্রাহীম (র.) বলেন, বিনা উযূতে আযান কোন দোষ নেই। আতা (র.) বলেন, (আযানের জন্য) উযূ জরুরী এবং সুন্নাত। আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বক্ষণ আল্লাহ্র যিক্র করতেন।

٦٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا بِالْأَذَانِ .

৬০৬ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বিলাল (রা.)-কে আযান দিতে দেখেছেন। (এরপর তিনি বলেন) তাই আমি তাঁর (বিলালের) ন্যায় আযানের মাঝে মুখ এদিক সেদিক (ডানে-বামে) ফিরাই।

٤١٢. بَابُ: قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَمْ نُدْرِكْ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ

৪১২. অনুচ্ছেদ ঃ 'আমাদের সালাত ফাওত হয়ে গেছে' কারো এরূপ বলা। ইব্ন সীরীন (র.)—এর মতে 'আমাদের সালাত ফাওত হয়ে গেছে বলা' অপসন্দনীয়। বরং 'আমরা সালাত পাইনি' এরূপ বলা উচিত। তবে এ ব্যাপারে নবী ﷺ যা বলেছেন তাই সঠিক।

٦٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ

banglainternet.com

فَلاَ تَفْعَلُوا اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا .

৬০৭ আবূ নু'আইম (র.).....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের (আগমনের) আওয়ায শুনতে পেলেন। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের কি হয়েছিল ? তাঁরা বললেন, আমরা সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। নবী ﷺ বললেন ঃ এরূপ করবে না। যখন সালাতে আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে, আর যতটুকু ফাওত হয়ে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূরা করে নিবে।

٤١٣. بَابُ لاَيَسْعٰى اِلَى الصَّلاَةِ وَلْيَاْتِ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَقَالَ مَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا قَالَهُ اَبُو قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪১৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের (জামা'আত) দিকে দৌড়ে আসবে না, বরং শান্তি ও ধীরস্থিরভাবে আসবে। তিনি বলেন, তোমরা ইমামের সঙ্গে যতটুকু সালাত পাও তা আদায় করবে, আর তোমাদের যা ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূরা করে নিবে। আবূ কাতাদা (রা.) নবী ﷺ থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন।

٦٠٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَامْشُوْا اِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوْا فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا .

৬০৮ আদম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে, তখন সালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর ছুটে যায় তা পূরা করে নিবে।

٤١٤. بَابُ مَتٰى يَقُوْمُ النَّاسُ اِذَا رَاَوُا الْاِمَامَ عِنْدَ الْاِقَامَةِ

৪১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের সময় ইমামকে দেখলে লোকেরা কখন দাঁড়াবে।

٦٠٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ .

banglainternet.com

৬০৯ মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র.).....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাতের ইকামত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।

٤١٥. بَابُ لاَ يَسْعَى إِلَى الصَّلاَةِ مُسْتَعْجِلاً وَلْيَقُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ

৪১৫. অনুচ্ছেদ ঃ তাড়াহুড়া করে সালাতের দিকে দৌড়াতে নেই বরং শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে।

٦١٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوا حَتَّى تَرَوْنِيْ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ .

৬১০ আবূ নু'আইম (র.).....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাতের ইকামত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। ধীরস্থিরতার প্রতি লক্ষ্য রাখা তোমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। আলী ইব্ন মুবারক (র.) হাদীস বর্ণনায় শায়বান (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٤١٦. بَابُ : هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

৪১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া যায় কি ?

٦١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوْفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدْ اغْتَسَلَ .

৬১১ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপন হুজরা থেকে সালাতের জন্য তাশরীফ নিয়ে আসলেন। এদিকে সালাতের ইকামত দেওয়া হয়েছে এবং কাতার সোজা করে নেওয়া হয়েছে, এমন কি তিনি মুসাল্লায় দাঁড়ালেন, আমরা তাক্বীরের অপেক্ষা করছি, এমন সময় তিনি ফিরে গেলেন এবং বলে গেলেন তোমরা নিজ নিজ স্থলে অপেক্ষা কর। আমরা নিজ নিজ অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তাঁর মাথা মুবারক থেকে পানি টপকে পড়ছিল এবং তিনি গোসল করে এসেছিলেন।

٤١٧. بَابُ إِذَا قَالَ الإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى أَرْجِعَ انْتَظِرُوْهُ

৪১৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম যদি বলেন, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর, তাহলে মুকতাদীগণ তার জন্য অপেক্ষা করবে।

banglainternet.com

٦١٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوْفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ عَلٰى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلّٰى بِهِمْ .

৬১২ ইসহাক (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) সালাতের ইকামত দেওয়া হয়ে গেছে, লোকেরা তাদের কাতার সোজা করে নিয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে আসলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন তাঁর উপর গোসল ফরয ছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং গোসল করলেন, তারপর ফিরে আসলেন, তখন তাঁর মাথা মুবারক থেকে পানি টপ্‌টপ্ করে পড়ছিল। এরপর সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

٤١٨. بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَا صَلَّيْنَا

৪১৮. অনুচ্ছেদ ঃ 'আমরা সালাত আদায় করিনি' কারোও এরূপ বলা।

٦١٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلّٰى بَعْنِي الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

৬১৩ আবূ নু'আইম (র.).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! আমি সালাত আদায় করতে পারিনি, এমন কি সূর্য ডুবতে লাগল, (জাবির (রা.) বলেন,) যখন কথা হচ্ছিল তখন এমন সময়, যে সাওম পালনকারী ইফ্‌তার করে ফেলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমিও সে সালাত আদায় করিনি। তারপর নবী ﷺ 'বুতহান' নামক উপত্যকায় গেলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেখানে তিনি উযূ করলেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে তিনি (প্রথমে) আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

٤١٩. بَابُ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

৪১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে।

٦١٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فِيْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ .

banglainternet.com

৬১৪ আবূ মা'মার আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হয়ে গেছে তখনও নবী ﷺ মসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তির সাথে একান্তে কথা বলছিলেন, অবশেষে যখন লোকদের ঘুম আসছিল তখন তিনি সালাতে দাঁড়ালেন।

٤٢٠. بَابُ الْكَلاَمِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ

৪২০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের ইকামত হয়ে গেলে কথা বলা।

٦١٥ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ ابْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً شَفَقَةً عَلَيْهِ لَمْ يُطِعْهَا.

৬১৫ আইয়্যাশ ইব্ন ওয়ালীদ (র.).....হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, সালাতের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর কোন ব্যক্তির কথা বলা সম্পর্কে আমি সাবিত বুনানীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শুনালেন। তিনি বলেন, সালাতের ইকামত দেওয়া হয় এমন সময় এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এলো এবং সালাতের ইকামতের পর তাঁকে ব্যস্ত রাখল। আর হাসান বাসরী (র.) বলেন, কোন মা যদি তার সন্তানের প্রতি স্নেহবশত ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করতে নিষেধ করে, তবে এ ব্যাপারে সন্তান তার মায়ের আনুগত্য করবে না।

٤٢١. بَابُ وُجُوبِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا

৪২১. অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। হাসান বাসরী (র.) বলেন, কোন মা যদি তার সন্তানের প্রতি স্নেহবশত ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করতে নিষেধ করেন, তবে এ ব্যাপারে সন্তান তার মায়ের আনুগত্য করবে না।

٦١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

৬১৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, তারপর সালাত কায়েমের নির্দেশ দেই, এরপর সালাতের আযান দেওয়া হোক,

banglainternet.com

তারপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দেই। এরপর আমি লোকদের কাছে যাই এবং তাদের (যারা সালাতে শামিল হয় নাই) ঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি গোশ্তহীন মোটা হাঁড় বা ছাগলের ভাল দু'টি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে ইশার জামা'আতেও হাযির হত।

٤٢٢. بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَكَانَ الأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً

৪২২. অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত। জামা'আত না পেলে আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) অন্য মসজিদে চলে যেতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) এমন এক মসজিদে গেলেন যেখানে ইকামত দিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করলেন।

٦١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

৬১৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জামা'আতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাতের থেকে সাতাশ' গুন বেশী।

٦١٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ . فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَادَامَ فِي مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ . وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ .

৬১৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতের সাথে সালাতের সাওয়াব, তার নিজের ঘরে বাজারে আদায়কৃত সালাতের সাওয়াব দ্বিগুন করে পঁচিশ গুন বাড়িয়ে দেয়া হয়।[১] এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে উযূ করল, তারপর একমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা করল তখন তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ্ মাফ করা হয়। সালাত আদায়ের পর সে

banglainternet.com

১. এ হাদীসে শুধু পঁচিশ গুন বৃদ্ধি হওয়াই বলা হয়নি, বরং দ্বিগুন করে পঁচিশ গুন বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

যতক্ষণ নিজ সালাতের স্থানে থাকে, ফিরিশ্‌তাগণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকেন–"হে আল্লাহ্! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতে রত বলে গণ্য হয়।

٤٢٣. بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

৪২৩. অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতে ফজরের সালাত আদায়ের ফযীলত।

٦١٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيْعِ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ : إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا. قَالَ شُعَيْبٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৬১৯ আবুল ইয়ামান (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, জামা'আতের সালাত তোমাদের কারো একাকী সালাত থেকে পঁচিশ গুন বেশী মর্তবা রাখে। আর ফজরের সালাতে রাতের ও দিনের ফিরিশ্‌তারা সম্মিলিত হয়। তারপর আবূ হুরায়রা (রা.) বলতেন, তোমরা চাইলে (এর প্রমাণ স্বরূপ)- ' إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ' - ফজরের সালাতে উপস্থিত হয় (ফিরিশ্‌তাগণ)। এ আয়াত পাঠ কর। শু'আইব (র.) বলেন, আমাকে নাফি' (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, জামা'আতের সালাত একাকী সালাত থেকে সাতাশ গুন বেশী মর্তবা রাখে।

٦٢٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ جَمِيْعًا .

৬২০ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র.).....উম্মে দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ দারদা (রা.) রাগান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিসে তোমাকে রাগান্বিত করেছে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম মুহাম্মদ ﷺ উম্মাতের মধ্যে জামা'আতে সালাত আদায় করা ব্যতীত তাঁর তরীকার আর কিছুই দেখছি না। (এখন এতেও ত্রুটি দেখছি)

banglainternet.com

٦٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ

مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِى الصَّلٰوةِ اَبْعَدُهُمْ فَاَبْعَدُهُمْ مَمْشًى ، وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ .

৬২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র.).....আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ (মসজিদ থেকে) যে যত বেশী দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে আসে, তার ততবেশী সাওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার সাওয়াব সে ব্যক্তির চাইতে বেশী, যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে।

٤٢٤. بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيْرِ اِلَى الظُّهْرِ

৪২৪. অনুচ্ছেদ ঃ আউয়াল ওয়াক্তে যুহরের সালাতে যাওয়ার ফযীলত।

٦٢٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا لَاسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

৬২২ কুতাইবা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় একটি কাটাযুক্ত ডাল দেখে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ্ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করে তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ শহীদ পাঁচ প্রকার – ১. প্লেগে মৃত ব্যক্তি ২. কলেরায় মৃত ব্যক্তি ৩. নিমজ্জিত ব্যক্তি ৪. চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং ৫. আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) শহীদ। তিনি আরও বলেছেন ঃ মানুষ যদি আযান দেওয়া, প্রথম কাতারে সালাত আদায় করার কী ফযীলত তা জানত, কুরআহ্‌র মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া সে সুযোগ না পেত, তাহলে কুরআহ্‌র মাধ্যমে হলেও তারা সে সুযোগ গ্রহণ করত। আর আউয়াল ওয়াক্ত (যুহরের সালাতে যাওয়ার) কী ফযীলত তা যদি মানুষ জানত, তাহলে এর জন্য তারা অবশ্যই সর্বাগ্রে যেত। আর ইশা ও ফজরের সালাত (জামা'আতে) আদায়ে কী ফযীলত, তা যদি তারা জানত তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা (জামা'আতে) উপস্থিত হতো।

banglainternet.com

٤٢٥. بَابُ احْتِسَابِ الْاٰثَارِ

৪২৫. অনুচ্ছেদ ঃ (মসজিদে গমনে) প্রতি কদমে সাওয়াবের আশা রাখা।

٦٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَابَنِيْ سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ آثَارَكُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ بَنِيْ سَلِمَةَ أَرَادُوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوْا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوْا قَرِيْبًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُعْرُوْا فَقَالَ أَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ آثَارَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ أَنْ يُمْشِيَ فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ .

৬২৩ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন হাওশাব (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে বনী সালিমা! তোমরা কি (স্বীয় আবাস স্থল থেকে মসজিদে আসার পথে) তোমাদের পদচিহ্নগুলোর সাওয়াব কামনা কর না ? ইবন মারইয়াম (র.) আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বনী সালিমা গোত্রের লোকেরা নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল। আনাস (রা.) বলেন, কিন্তু মদীনার কোন এলাকা একেবারে শূন্য হওয়াটা নবী ﷺ পসন্দ করেন নাই। তাই তিনি বললেন ঃ তোমরা কি (মসজিদে আসা যাওয়ায়) তোমাদের পদচিহ্নগুলোর সাওয়াব কামনা কর না ? কুরআনে উল্লেখিত 'اٰثَارٌ' শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুজাহিদ (র.) বলেন, 'اٰثَارٌ' অর্থ পদক্ষেপ। অর্থাৎ যমীনে পায়ে চলার চিহ্নসমূহ।

٤٢٦. بَابُ فَضْلِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

৪২৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত।

٦٢٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ ، ثُمَّ آخُذَ شُعْلاً مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ .

৬২৪ উমর ইবন হাফ্স (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুনাফিকদের উপর ফজর ও ইশার সালাতের চাইতে অধিক ভারী সালাত আর নেই। এ দু' সালাতের কী ফযীলত, তা যদি তারা জানত, তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন) আমি সংকল্প করেছিলাম যে, মুআযযিনকে ইকামত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলি, আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে এরপরও যারা সালাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই।

banglainternet.com

٤٢٧. بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

৪২৭. অনুচ্ছেদ ঃ দু' ব্যক্তি বা তার বেশী হলেই জামা'আত।

٦٢٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا .

৬২৫ মুসাদ্দাদ (র.).....মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন সালাতের সময় হয়, তখন তোমাদের দু'জনের একজন আযান দিবে এবং ইকামত বলবে। তারপর তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে অধিক বয়স্ক সে ইমামতি করবে।

٤٢٨. بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلُ الْمَسَاجِدِ

৪২৮. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকেন, তাঁর এবং মসজিদের ফযীলত।

٦٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلٰى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَالَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَادَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَايَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلٰى اَهْلِهِ اِلَّا الصَّلَاةُ .

৬২৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার সালাতের স্থানে থাকে তার উযূ ভংগ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফিরিশ্তাগণ এ বলে দু'আ করেন যে, ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি তাকে মাফ করে দিন, ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি তার উপর রহম করুন। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সালাতই তাকে বাড়ী ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে সালাতে রত আছে বলে গণ্য হবে।

٦٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ : اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اَخْفَاهُ حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

banglainternet.com

৬২৭ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে দিন আল্লাহ্র (রহমতের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা

তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার রবের ইবাদতের মধ্যে, ৩. সে ব্যক্তি যার কলব মসজিদের সাথে লাগা রয়েছে, ৪. সে দু' ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহ্‌র জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহ্‌র জন্য, ৫. সে ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি', ৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, ৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

٦٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ نَعَمْ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ اِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِيْ صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا قَالَ فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ .

৬২৮ কুতাইবা (র.).....হুমাইদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি আংটি ব্যবহার করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক রাতে তিনি ইশার সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করলেন। সালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ সালাতের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ সালাতে রত ছিলে বলে গণ্য করা হয়েছে। আনাস (রা.) বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির চমক দেখতে পাচ্ছিলাম।

٤٢٩. بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

৪২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সকাল-বিকাল মসজিদে যাওয়ার ফযীলত।

٦٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ .

৬২৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল বা বিকালে যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর আয়োজন করেন।

٤٣٠. بَابُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ

banglainternet.com

৪৩০. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামত হয়ে গেলে ফরয ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই।

٦٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ ابْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ اَرْبَعًا الصُّبْحَ اَرْبَعًا تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ فِيْ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَقَالَ حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكٍ .

৬৩০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন বুহাইনা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গেলেন। (অন্য সূত্রে ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবদুর রাহমান (র.).....হাফস ইব্ন আসিম (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মালিক ইব্ন বুহাইনা নামক আয্দ গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দু' রাকাআত সালাত আদায় করতে দেখলেন। তখন ইকামত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, লোকেরা সে লোকটিকে ঘিরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ ফজরের সালাত কি চার রাকাআত ? ফজরের সালাত কি চার রাকাআত ? গুনদার ও মুআয (র.) শু'বা (র.) সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্ন ইসহাক (র.) সাদ (র.)-এর মধ্যে সে হাফ্স (র.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুহাইনা (র.) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। (এ বর্ণনাটিই সঠিক) তবে হাম্মাদ (র.) সাদ (র.)-এর মধ্যে সে হাফ্স (র.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে মালিক ইব্ন বুহাইনা (র.) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

٤٣١. بَابُ حَدِّ الْمَرِيْضِ اَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

৪৩১. অনুচ্ছেদ ঃ কী পরিমাণ রোগ থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে শামিল হওয়া উচিত।

٦٣١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْاَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلٰوةِ وَالتَّعْظِيْمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَاُذِّنَ ، فَقَالَ مُرُوْا اَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ اِذَا قَامَ فِيْ مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَاَعَادَ فَاَعَادُوْا لَهُ فَاَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَخَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَلّٰى فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ

banglainternet.com

الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ قِيْلَ لِلْأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بَعْضَهُ وَزَادَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ قَائِمًا .

৬৩১ উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র.).....আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আয়িশা (রা.)-এর কাছে ছিলাম এবং সালাতের পাবন্দী ও উহার তা'যীম সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। আয়িশা (রা.) বললেন, নবী ﷺ যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন সালাতের সময় হলে আযান দেওয়া হল। তখন তিনি বললেন, আবূ বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। তাঁকে বলা হলো যে, আবূ বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ . আবার সে কথা বললেন এবং তারাও আবার তা-ই বললেন। তৃতীয়বারও তিনি সে কথা বললেন। তিনি আরো বললেনঃ তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথী মহিলাদের মতো। আবূ বকরকেই বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেয়। আবূ বকর (রা.) এগিয়ে গিয়ে সালাত শুরু করলেন। এদিকে নবী ﷺ নিজেকে একটু হাল্কাবোধ করলেন। দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। আয়িশা (রা.) বলেন,) আমার চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসছে। অসুস্থতার কারণে তাঁর দু'পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। তখন আবূ বকর (রা.) পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাকে স্বস্থানে থাকার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটু সামনে আনা হলো, তিনি আবূ বকর (রা.)-এর পাশে বসলেন। আ'মাশকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তা হলে নবী ﷺ ইমামতি করছিলেন। আর আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুসরণে সালাত আদায় করছিলেন এবং লোকেরা আবূ বকর (রা.)-এর সালাতের অনুকরণ করছিল। আ'মাশ (রা.) মাথার ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। আবূ দাউদ (র.) শু'বা (র.) সূত্রে আ'মাশ (রা.) থেকে হাদীসের কতকাংশ উল্লেখ করেছেন। আবূ মু'আবিয়া (র.) অতিরিক্ত বলেছেন, তিনি আবূ বকর (রা.)-এর বাঁ দিকে বসেছিলেন এবং আবূ বকর (রা.) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

٦٣٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَذِنَّ لَهُ ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ أُخَرَ ، قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ وَهَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ .

banglainternet.com

৬৩২ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন একেবারে কাতর হয়ে গেলেন এবং তাঁর রোগ বেড়ে গেল, তখন তিনি আমার ঘরে সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণের কাছে সম্মতি চাইলেন। তাঁরা সম্মতি দিলেন। সে সময় দু' জন লোকের কাঁধে ভর করে (সালাতের জন্য) তিনি বের হলেন, তাঁর দু' পা মাটিতে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি ছিলেন আব্বাস (রা.) ও অপর এক সাহাবীর মাঝখানে। (বর্ণনাকারী) উবাইদুল্লাহ্ (র.) বলেন, আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত এ ঘটনা ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট ব্যক্ত করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান, তিনি কে ছিলেন, যার নাম আয়িশা (রা.) বলেন নি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.)।

٤٣٢. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ اَنْ يُصَلِّيَ فِيْ رَحْلِهِ

৪৩২. অনুচ্ছেদ: বৃষ্টি এবং অন্য কোন ওযরে নিজ আবাসে সালাত আদায়ের অনুমতি।

٦٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ ، ثُمَّ قَالَ اَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ اَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .

৬৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).........নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা.) একবার প্রচন্ড শীত ও বাতাসের রাতে সালাতের আযান দিলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসে সালাত আদায় করে নাও, এরপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রচন্ড শীত ও বৃষ্টির রাত হলে মুআয্যিনকে এ কথা বলার নির্দেশ দিতেন - "প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসে সালাত আদায় করে নাও।"

٦٣٤ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ اَعْمٰى وَاَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا تَكُوْنُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَاَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِي بَيْتِيْ مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلًّى ، فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ فَاَشَارَ اِلٰى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৬৩৪ ইসমায়ীল (র.).....মাহমূদ ইব্ন রাবী' আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইত্বান ইব্ন মালিক (রা.) তাঁর নিজ গোত্রের ইমামতি করতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কখনো কখনো ঘোর অন্ধকার ও বর্ষণ প্রবাহ হয়ে পড়ে। অথচ আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার ঘরে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করুন, যে স্থানটিকে আমার সালাতের স্থান হিসেবে নির্ধারিত করব। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে এলেন

banglainternet.com

এবং বললেন ঃ আমার সালাত আদায়ের জন্য কোন জায়গাটি তুমি ভাল মনে কর ? তিনি ইশারা করে ঘরের জায়গা দেখিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে সালাত আদায় করলেন।

٤٣٣. بَابُ هَلْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

৪৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের নিয়েই কি ইমাম সালাত আদায় করবে এবং বৃষ্টির দিনে কি জুমু'আর খুত্‌বা দিবে ?

٦٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ رَدْغٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ، فَقَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هٰذَا ، إِنَّ هٰذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ إِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُؤْثِمَكُمْ فَتَجِيْئُوْنَ تَدُوْسُوْنَ الطِّيْنَ إِلَى رُكَبِكُمْ .

৬৩৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বৃষ্টির দিনে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। মুআয্‌যিন যখন ' حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ' পর্যন্ত পৌঁছল, তখন তিনি তাকে বললেন, ঘোষণা করে দাও যে, "সালাত যার যার আবাসে।" এ শুনে লোকেরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল– যেন তারা বিষয়টাকে অপসন্দ করল। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, মনে হয় তোমরা বিষয়টি অপসন্দ করছ। তবে, আমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনিই এরূপ করেছেন। একথা সত্য যে, জুমু'আর সালাত ওয়াজিব। তবে তোমাদের অসুবিধায় ফেলা আমি পসন্দ করি না। হাম্মাদ (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এ সূত্রে এরূপ উল্লেখ আছে, আমি তোমাদের গুনাহর অভিযোগে ফেলতে পসন্দ করি না যে, তোমরা হাঁটু পর্যন্ত কাদা মাড়িয়ে আসবে।

٦٣٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتّٰى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّٰى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّيْنِ فِيْ جَبْهَتِهِ .

৬৩৬ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).....আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.)-কে (শবে-কাদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা) করলাম, তিনি বললেন, এক খণ্ড মেঘ এসে এমন-ভাবে বর্ষণ শুরু করল যে, যার ফলে (মসজিদে নববীর) ছাদ দিয়ে পানি পড়া শুরু হল। কেননা, (তখন মসজিদের) ছাদ

banglainternet.com

ছিল খেজুরের ডালের তৈরী। এমন সময় সালাতের ইকামত দেওয়া হল, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পানি ও কাদার উপর সিজ্‌দা করতে দেখলাম, এমন কি আমি তাঁর কপালেও কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

٦٣٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِيِّ اِنِّيْ لَا اَسْتَطِيْعُ الصَّلٰوةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَصَنَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ اِلٰى مَنْزِلِهٖ فَبَسَطَ لَهٗ حَصِيْرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيْرِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اٰلِ الْجَارُوْدِ لِاَنَسٍ اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى قَالَ مَا رَاَيْتُهٗ صَلّٰهَا اِلَّا يَوْمَئِذٍ .

৬৩৭ আদম (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, এক আনসারী (সাহাবী) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন, আমি আপনার সাথে মসজিদে এসে সালাত আদায় করতে অক্ষম। তিনি ছিলেন মোটা। তিনি নবী ﷺ-এর জন্য কিছু খাবার তৈরী করলেন এবং তাঁকে বাড়ীতে দাওয়াত করে নিয়ে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এর জন্য একটি চাটাই পেতে দিলেন এবং চাটাইয়ের এক প্রান্তে কিছু পানি ছিটিয়ে দিলেন। নবী ﷺ সে চাটাইয়ের উপর দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন। জারূদ গোত্রীয় এক ব্যক্তি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, নবী ﷺ কি চাশ্‌তের সালাত আদায় করতেন ? তিনি বললেন, সে দিন ব্যতীত আর কোন দিন তাঁকে তা আদায় করতে দেখিনি।

٤٣٤. بَابُ اِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَاُ بِالْعَشَاءِ ، وَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ اِقْبَالُهٗ عَلٰى حَاجَتِهٖ حَتّٰى يُقْبِلَ عَلٰى صَلَاتِهٖ فَارِغٌ

৪৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ খাবার উপস্থিত, এ সময়ে সালাতের ইকামত হলে। ইব্‌ন উমর (রা.) (সালাতের) আগে রাতের খাবার খেয়ে নিতেন। আবূ দারদা (রা.) বলেন, মানুষের জ্ঞানের পরিচয় হল, প্রথমে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়া, যাতে নিশ্চিতভাবে সালাতে মনোযোগী হতে পারে।

٦٣٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ .

৬৩৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, আর সে সময় সালাতের ইকামত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।

٦٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُا بِهٖ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ .

BanglaInternet.com

৬৩৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিকেলের খাবার পরিবেশন করা হলে মাগরিবের সালাতের আগে তা খেয়ে নিবে খাওয়া রেখে সালাতে তাড়াহুড়া করবে না।

٦٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلٰوةُ فَلَا يَأْتِيْهَا حَتّٰى يَفْرُغَ وَاِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَاِنْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ وَوَهْبٌ مَدِيْنِيٌّ .

৬৪০ উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো সামনে রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, অপরদিকে সালাতের ইকামত হয়ে যায়। তখন আগে খাবার খেয়ে নিবে। খাওয়া রেখে সালাতে তাড়াহুড়া করবে না। (নাফি' (র.) বলেন) ইব্ন উমর (রা.)-এর জন্য খাবার পরিবেশন করা হত, সে সময় সালাতের ইকামত দেওয়া হত, তিনি খাবার শেষ না করে সালাতে আসতেন না। অথচ তিনি ইমামের কিরাআত শুনতে পেতেন। যুহাইর (র.)ও ওয়াহ্ব ইব্ন উসমান (র.) মূসা ইব্ন ওক্বা (র.) সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খাবার খেতে থাক, তখন সালাতের ইকামত হয়ে গেলেও খাওয়া শেষ না করে তাড়াহুড়া করবে না। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমাকে ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র.) এ হাদীসটি ওয়াহ্ব ইব্ন উসমান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ওয়াহ্ব হলেন মদীনাবাসী।

٤٣٥. بَابُ اِذَا دُعِيَ الْاِمَامُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

৪৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ খাবার হাতে থাকা অবস্থায় ইমামকে সালাতের দিকে আহবান করলে।

٦٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا فَدُعِيَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৬৪১ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আমর ইব্ন উমাইয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (বকরীর) সামনের রানের গোশ্ত কেটে খাচ্ছেন, এমন সময়

banglainternet.com

তাঁকে সালাতের জন্য ডাকা হল। তিনি তখনই ছুরি রেখে দিয়ে উঠে গেলেন ও সালাত আদায় করলেন, কিন্তু এজন্য নতুন উযূ করেন নি।

٤٣٦. بَابُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَخَرَجَ

৪৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ গার্হস্থ কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় ইকামত হলে, সালাতের জন্য বের হওয়া।

٦٤٢ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ، تَعْنِيْ خِدْمَةَ أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ .

৬৪২ আদম (র.).....আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ ঘরে থাকা অবস্থায় কি করতেন ? তিনি বললেন, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিজনের সহায়তা করতেন। আর সালাতের সময় এলে সালাতে চলে যেতেন।

٤٣٧. بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلاَةَ النَّبِيِّ وَسُنَّتَهُ

৪৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত ও তাঁর সুন্নাত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন।

٦٤٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِيْ مَسْجِدِنَا هٰذَا فَقَالَ إِنِّيْ لَأُصَلِّيْ بِكُمْ وَمَا أُرِيْدُ الصَّلاَةَ أُصَلِّيْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فَقُلْتُ لِأَبِيْ قِلاَبَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّيْ قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هٰذَا قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى .

৬৪৩ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আবূ কিলাবাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা.) আমাদের এ মসজিদে এলেন। তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব, বস্তুত আমার উদ্দেশ্য সালাত আদায় করা নয় বরং নবী ﷺ -কে আমি যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি, তা তোমাদের দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। (আইয়্যুব (র.) বলেন) আমি আবূ কিলাবা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি ভাবে সালাত আদায় করতেন ? তিনি বললেন, আমাদের এই শাইখের মত আর শাইখ প্রথম রাকাআতের সিজদা শেষ করে যখন মাথা উঠাতেন, তখন দাঁড়াবার আগে একটু বসে নিতেন।

banglainternet.com

٤٣٨. بَابُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

৪৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিজ্ঞ ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিই ইমামতির অধিক হকদার।

٦٤٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৪৪ ইসহাক ইব্ন নাসর (র.).....আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ক্রমে তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, আবূ বক্‌রকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) বললেন, তিনি তো কোমল হৃদয়ের লোক, যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন না। নবী ﷺ আবার বললেন, আবূ বাকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়িশা (রা.) আবার সে কথা বললেন। তখন তিনি আবার বললেন, আবূ বক্‌রকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তোমরা ইউসুফের (আ.) সাথী রমণীদেরই মত। তারপর একজন সংবাদদাতা আবূ বক্‌র (রা.)-এর নিকট সংবাদ নিয়ে আসলেন এবং তিনি নবী ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

٦٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا .

৬৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন, আবূ বকর (রা.)-কে বল সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আবূ বকর (রা.) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর কান্নার দরুন লোকেরা তাঁর কিছুই শুনতে পাবে না। কাজেই উমর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি হাফ্‌সা (রা.)-কে বললাম,

banglainternet.com

তুমিও রাসূলল্লাহ ﷺ-কে বল যে, আবূ বকর (রা.) আপনার স্থানে দাঁড়ালে কান্নার জন্য লোকেরা কিছুই শুনতে পাবে না। তাই উমর (রা.)-কে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিন। হাফ্সা (রা.) তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, থাম, তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথী-রমণীদের ন্যায়। আবূ বকর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। হাফ্সা (রা.) তখন আয়িশা (রা.)-কে বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও কল্যাণকর কিছুই পাইনি।

٦٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ .

৬৪৬ আবূ ইয়ামান (র.).....আনাস ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) যিনি নবী ﷺ -এর অনুসারী, খাদিম এবং সাহাবী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আবূ বকর (রা.) সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। অবশেষে যখন সোমবার এল এবং লোকেরা সালাতের জন্য কাতারে দাঁড়াল, তখন নবী ﷺ হুজরা শরীফের পর্দা উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর চেহারা যেন কুরআনে করীমের পৃষ্ঠা (এর ন্যায় ঝলমল করছিল)। তিনি মুচকি হাসলেন। নবী ﷺ-কে দেখতে পেয়ে আমরা খুশীতে প্রায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম এবং আবূ বক্র (রা.) কাতারে দাঁড়ানোর জন্য পিছন দিকে সরে আসছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নবী ﷺ হয়তো সালাতে আসবেন। নবী ﷺ আমাদেরকে ইশারায় বললেন যে, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করে নাও। এরপর তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। সে দিনই তিনি ইনতিকাল করেন।

٦٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى النَّبِيُّ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ .

৬৪৭ আবূ মা'মার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রোগশয্যায় থাকার কারণে) তিন দিন পর্যন্ত নবী ﷺ বাইরে আসেন নি। এ সময় একবার সালাতের ইকামত দেওয়া হল। আবূ বক্র (রা.) ইমামতি করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ তাঁর ঘরের পর্দা ধরে উঠালেন।

banglainternet.com

নবী ﷺ-এর চেহারা যখন আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তাঁর চেহারার চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আমরা আর কখনো দেখিনি। যখন তাঁর চেহারা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তখন নবী ﷺ হাতের ইশারায় আবূ বক্‌র (রা.)-কে (ইমামতির জন্য) এগিয়ে যেতে বললেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। তারপর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

٦٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّي فَعَاوَدْتُهُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّي إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحٰقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৬৪৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলাইমান (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোগ যখন খুব বেড়ে গেল, তখন তাঁকে সালাতের জামা'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, আবূ বক্‌রকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেয়। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আবূ বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল মনের লোক। কিরাআতের সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন। তিনি বললেন, তাঁকেই সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) সে কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি আবার বললেন, তাঁকেই সালাত আদায় করতে বল। তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথী রমণীদেরই মত। এ হাদীসটি যুহরীর (র.) থেকে বর্ণনা করার ব্যাপারে যুবাইদী যুহরীর ভাতিজা ও ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া কালবী (র.) ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। এবং মা'মার ও উকায়ল (র.) যুহরী (র.)-এর মাধ্যমে হামযা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি (মুরসাল হিসাবে) বর্ণনা করেন।

٤٣٩. بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

৪৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ কারণবশত ইমামের পাশে দাঁড়ানো।

٦٤٩ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَبَابَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ.

banglainternet.com

৬৪৯ যাকারিয়্যা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বক্‌র (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটু সুস্থতাবোধ করলেন এবং সালাতের জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন আবূ বক্‌র (রা.) লোকদের ইমামতি করছিলেন। তিনি নবী ﷺকে দেখে পিছিয়ে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাঁকে ইশারা করলেন যে, যেভাবে আছ সেভাবেই থাক। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বক্‌র (রা.)-এর বরাবর তাঁর পাশে বসে গেলেন। তখন আবূ বক্‌র (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিলেন আর লোকেরা আবূ বক্‌র (রা.)-কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিল।

٤٤٠. بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪৪০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করার জন্য অগ্রসর হলে যদি পূর্ব (নির্ধারিত) ইমাম এসে যান তা'হলে তিনি পিছে সরে আসুন বা না আসুন উভয় অবস্থায় তাঁর সালাত আদায় হয়ে যাবে। এ মর্মে আয়িশা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمُ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذَالِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سُبِّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

banglainternet.com

৬৫০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....সাহ্ল ইব্ন সা'দ সায়িদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের এক বিবাদ মীমাংসার জন্য সেখানে যান। ইতিমধ্যে (আসরের) সালাতের সময় হয়ে গেলে, মুআয্যিন আবূ বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, আপনি কি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেবেন ? তা হলে ইকামত দেই ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আবূ বক্র (রা.) সালাত আরম্ভ করলেন। লোকেরা সালাতে থাকতে থাকতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং তিনি সারিগুলো ভেদ করে প্রথম সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন।[১] তখন সাহাবীগণ হাতে তালি দিতে লাগলেন। আবূ বকর (রা.) সালাতে আর কোন দিকে তাকাতেন না। কিন্তু সাহাবীগণ যখন বেশী করে হাতে তালি দিতে লাগলেন, তখন তিনি তাকালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রতি ইশারা করলেন– নিজের জায়গায় থাক। তখন আবূ বক্র (রা.) দু' হাত উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশের জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করে পিছিয়ে গেলেন এবং কাতারের বরাবর দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে এগিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবূ বক্র! আমি তোমাকে নির্দেশ দেওয়ার পর কি সে তোমাকে বাধা দিয়েছিল ? আবূ বক্র (রা.) বললেন, আবূ কুহাফার পুত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা শোভা পায় না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদের এত হাতে তালি দিতে দেখলাম। ব্যাপার কি ? শোন! সালাতে কারো কিছু ঘটলে সুবহানাল্লাহ্ বলবে। সুবহানাল্লাহ্ বললেই তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হবে। আর হাতে তালি দেওয়া ত মহিলাদের জন্য।

٤٤١. بَابُ اِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ اَكْبَرُهُمْ

৪৪১. অনুচ্ছেদ ঃ একাধিক ব্যক্তি কিরাআতে সমান হলে, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমাম হবেন।

٦٥١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيْمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ اِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوْهُمْ مُرُوْهُمْ فَلْيُصَلُّوْا صَلَاةَ كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا، وَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .

৬৫১ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদল যুবক একবার নবী ﷺ-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং প্রায় বিশ দিন আমরা সেখানে থাকলাম। নবী ﷺ ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তাই তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা যখন নিজ দেশে ফিরে গিয়ে লোকদের দীন শিক্ষা দিবে, তখন তাদের এ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে এবং

banglainternet.com

১. কেননা তাঁকে পিছনে রেখে লোকেরা সালাত আদায় করতে অসুবিধাবোধ করবে, ফলে তাদের সালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হবে। তাই তিনি সামনে চলে যান।

ঐ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে। তারপর যখন সালাতের সময় হয় তখন তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ইমামতি করবে।

٤٤٢. بَابُ اِذَا زَارَ الْاِمَامُ قَوْمًا فَاَمَّهُمْ

৪৪২. অনুচ্ছেদঃ ইমাম অন্য লোকদের কাছে উপস্থিত হলে, তাদের ইমামতি করতে পারেন।

٦٥٢ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ اسْتَاْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ اُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا .

৬৫২ মু'আয ইব্ন আসাদ (র.).....ইতবান ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমার ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার ঘরের কোন জায়গাটি আমার সালাত আদায়ের জন্য তুমি পসন্দ কর। আমি আমার পসন্দ মত একটি স্থান ইশারা করে দেখালাম। তিনি সেখানে সালাতের জন্য দাঁড়ালেন, আমরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং আমরা সালাম ফিরালাম।

٤٤٣. بَابُ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْاِمَامِ يَعُوْدُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الْاِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيْمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الْاِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى بِسُجُوْدِهَا وَفِيْمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً قَامَ يَسْجُدُ .

৪৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় অনুসরণ করার জন্য। যে রোগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হয়, সে সময় তিনি বসে বসে লোকদের ইমামতি করেছেন। ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন, কেউ যদি ইমামের আগে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তা হলে পুনরায় ফিরে গিয়ে ততটুকু সময় বিলম্ব করবে, যতটুকু সময় মাথা উঠিয়ে রেখেছিল। তারপর ইমামকে অনুসরণ করবে। হাসান বাসরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে রুকূ' সহ দু' রাকাআত সালাত আদায় করে, কিন্তু সিজ্‌দা দিতে পারে না, সে শেষ রাকাআতের জন্য দু' সিজ্‌দা করবে এবং প্রথম রাকাআত সিজ্‌দাসহ পুনরায় আদায় করবে। আর যে ব্যক্তি ভুলক্রমে এক সিজ্‌দা না দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, সে (পরবর্তী রাকাআতে) সে সিজ্‌দা করে নিবে।

banglainternet.com

٦٥٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلاَ تُحَدِّثِيْنِيْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ قَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لاَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ بِاَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَاَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَاْمُرُكَ اَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيْقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَنْتَ اَحَقُّ بِذٰلِكَ فَصَلَّى اَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمَا اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِاَنْ لاَ يَتَاَخَّرَ قَالَ اَجْلِسَانِيْ اِلَى جَنْبِهِ فَاَجْلَسَاهُ اِلَى جَنْبِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ وَهُوَ يَاْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ اَبُوْ بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ اَلاَ اَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْثَهَا فَمَا اَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِيْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيٌّ .

৬৫৩ আহ্‌মদ ইবন ইউনুস (র.).....উবাইদুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন উত্‌বা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (অন্তিম কালের) অসুস্থতা সম্পর্কে কি আপনি আমাকে কিছু শুনাবেন ? তিনি বললেন, অবশ্যই নবী ﷺ . মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি দাও। আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। তারপর একটু উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটু হুঁশ ফিরে

banglainternet.com

পেলে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। তারপর তিনি উঠে বসলেন, এবং গোসল করলেন। এবং উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। ওদিকে সাহাবীগণ ইশার সালাতের জন্য নবী ﷺ-এর অপেক্ষায় মসজিদে বসে ছিলেন। নবী ﷺ আবূ বক্‌র (রা.)-এর নিকট এ মর্মে একজন লোক পাঠালেন যে, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেন। সংবাদ বাহক আবূ বক্‌র (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ বক্‌র (রা.) অত্যন্ত কোমল মনের লোক ছিলেন, তাই তিনি উমর (রা.)-কে বললেন, হে উমর! আপনি সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করে নিন। উমর (রা.) বললেন, আপনিই এর জন্য অধিক হক্‌দার। তাই আবূ বক্‌র (রা.) সে কয়দিন সালাত আদায় করলেন। তারপর নবী ﷺ একটু নিজে হাল্‌কাবোধ করলেন এবং দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে যুহরের সালাতের জন্য বের হলেন। সে দু'জনের একজন ছিলেন আব্বাস (রা.)। আবূ বক্‌র (রা.) তখন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি যখন নবী ﷺ -কে দেখতে পেলেন, পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাঁকে পিছিয়ে না আসার জন্য ইশারা করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও। তাঁরা তাঁকে আবূ বক্‌র (রা.)-এর পাশে বসিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আবূ বক্‌র (রা.) নবী ﷺ-এর সালাতের ইক্‌তিদা করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। আর সাহাবীগণ আবূ বক্‌র (রা.)-এর সালাতের ইক্‌তিদা করতে লাগলেন। নবী ﷺ তখন উপবিষ্ট ছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, নবী ﷺ-এর অন্তিম কালের অসুস্থতা সম্পর্কে আয়িশা (রা.) আমাকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা কি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করব না ? তিনি বললেন, করুন। তাই আমি তাঁকে সে হাদীস শুনালাম। তিনি এ বর্ণনার কোন অংশেই আপত্তি করলেন না, তবে তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আব্বাস (রা.)-এর সাথে যে অপর এক সাহাবী ছিলেন, আয়িশা (রা.) কি আপনার নিকট তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন, আলী (রা.)।

٦٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلّٰى جَالِسًا وَصَلّٰى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا .

৬৫৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা অসুস্থ থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ গৃহে সালাত আদায় করেন এবং বসে সালাত আদায় করছিলেন, একদল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি তাদের প্রতি ইশারা করলেন যে, বসে যাও। সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর ইক্‌তিদা করার জন্য। কাজেই সে যখন রুকূ' করে তখন তোমরাও রুকূ' করবে, এবং সে যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠায় তখন তোমরাও মাথা উঠাবে, আর সে যখন বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরা সকলেই বসে সালাত আদায় করবে।[১]

٦٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلّٰى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ اِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا هُوَ فِيْ مَرَضِهِ الْقَدِيْمِ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَاْمُرْهُمْ بِالْقُعُوْدِ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْاٰخِرِ فَالْاٰخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়ায় সাওয়ার হন এরপর তিনি তা থেকে পড়ে যান, এতে তার ডান পাশে একটু আঘাত লাগে। তিনি কোন এক ওয়াক্তের সালাত বসে আদায় করছিলেন, আমরাও তাঁর পিছনে বসে সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণই করা হয় তাঁর ইক্‌তিদা করার জন্য। কাজেই ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, সে যখন রুকূ' করে তখন তোমরাও রুকূ' করবে, সে যখন উঠে, তখন তোমরাও উঠবে, আর সে যখন 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে তখন তোমরাও 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলবে। আর সে যখন বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরা সবাই বসে সালাত আদায় করবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, হুমাইদী (র.) বলেছেন যে, "যখন ইমাম বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ নির্দেশ ছিল পূর্বে অসুস্থকালীন। এরপর তিনি বসে সালাত আদায় করেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের বসতে নির্দেশ দেননি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমলের মধ্যে সর্বশেষ আমলই গ্রহণীয়।

banglainternet.com

১. এ হুকুম পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মৃত্যু রোগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রহিত হয়ে গেছে। কাজেই ইমাম বসে সালাত আদায় করলেও সক্ষম মুক্তাদী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন।

٤٤٤. بَابُ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ ، قَالَ أَنَسٌ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا

৪৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুক্তাদীগণ কখন সিজ্‌দায় যাবেন ? আনাস (রা.) বলেন, যখন ইমাম সিজ্‌দা করেন তখন তোমরাও সিজ্‌দা করবে।

٦٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُوْدًا بَعْدَهُ .

৬৫৬ মুসাদ্দাদ (র.).....বারা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মিথ্যাবাদী নন[১] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলার পর যতক্ষণ পর্যন্ত সিজ্‌দায় না যেতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ বাঁকা করতেন না। তিনি সিজ্‌দায় যাওয়ার পর আমরা সিজ্‌দায় যেতাম।

٦٥٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ نَحْوَهُ بِهٰذَا .

৬৫৭ আবূ নু'আইম (র.).....সুফইয়ান (র.) সূত্রে আবূ ইসহাক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٤٥. بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

৪৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের আগে মাথা উঠানো গুনাহ।

٦٥٨ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ .

৬৫৮ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের আগে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন।

٤٤٦. بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلٰى وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الَّذِيْ لَمْ يَحْتَلِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَلَا يَمْنَعُ الْعَبْدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عِلَّةٍ

banglainternet.com

১. هُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ 'তিনি মিথ্যাবাদী নন' একথা বলে হযরত বারা'আ (রা.)-এর সত্যবাদীতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন।

৪৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম, আযাদকৃত গোলাম, অবৈধ সন্তান, বেদুঈন ও নাবালিগের[১] ইমামতি। আয়িশা (রা.)—এর গোলাম যাকওয়ান কুরআন শরীফ দেখে কিরাআত পড়ে আয়িশা (রা.)—এর ইমামতি করতেন। নবী ﷺ বলেছেনঃ তাদের মধ্যে যে কুরআন সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান রাখে সে তাদের ইমামতি করবে।(ইমাম বুখারী (র.) বলেন, বিনা কারণে গোলামকে জামা'আতে উপস্থিত হতে নিষেধ করা যাবে না।

٦٥٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ الْعُصْبَةُ مَوْضِعًا بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى اَبِيْ حُذَيْفَةَ وَكَانَ اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا .

৬৫৯ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (মদীনায়) আগমনের পূর্বে মুহাজিরগণের প্রথম দল যখন কুবা এলাকার কোন এক স্থানে এলেন, তখন আবূ হুযাইফা (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম (রা.) তাঁদের ইমামতি করতেন। তাঁদের মধ্যে তিনি কুরআন সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন।

٦٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةٌ .

৬৬০ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস (ইব্ন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা শোন ও আনুগত্য কর, যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাবশীকে আমীর নিযুক্ত করা হয়—যার মাথা কিস্‌মিসের মতো।

٤٤٧. بَابُ اِذَا لَمْ يُتِمَّ الْاِمَامُ وَاَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

৪৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ যদি ইমাম সালাত সম্পূর্ণভাবে আদায় না করেন আর মুক্তাদীগণ তা সম্পূর্ণভাবে আদায় করেন।

٦٦١ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُوْسٰى الْاَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَصَابُوْا فَلَكُمْ ، وَاِنْ اَخْطَئُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ .

৬৬১ ফাযল ইব্ন সাহ্ল (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

১. নাবালিগের ইমামতি কোন কোন মাযহাবে জায়িয আছে। তবে হানাফী মাযহাব মতে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফরয সালাত নাবালিগের ইমামতিতে বৈধ নয়।

banglainternet.com

তারা তোমাদের ইমামতি করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তা হলে তার সাওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ত্রুটি করে,তাহলে তোমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে, আর ত্রুটি তাদের (ইমামের) উপরই বর্তাবে।

٤٤٨. بَابُ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ، وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاؤُا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا

৪৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ ফিত্‌নাবাজ ও বিদ্'আতীর ইমামতি। হাসান (র.) বলেন, তার পিছনেও সালাত আদায় করে নিবে। তবে বিদ্'আতের পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র.) উবাই-দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা.) অবরুদ্ধ থাকাকালে তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, প্রকৃতপক্ষে আপনিই জনগণের ইমাম।আর আপনার বিপদ তো নিজেই বুঝতে পারছেন। আর আমাদের ইমামতি করছে কখনো বিদ্রোহীদের ইমাম।ফলে আমরা গুনাহগার হওয়ার আশংকা করছি।তিনি বললেন, মানুষের আমলের মধ্যে সালাতই সর্বোত্তম।কাজেই লোকেরা যখন উত্তম কাজ করে, তখন তুমিও তাদের সাথে উত্তম কাজে শরীক হবে, আর যখন তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হয়, তখন তাদের অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। যুবাইদী (র.) বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র.) বলেছেন, যারা স্বেচ্ছায় নপুংসক সাজে, তাদের পিছনে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সালাত আদায় করা সঙ্গত বলে মনে করি না।

٦٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ .

৬৬২ মুহাম্মদ ইব্ন আবান (র.).....আনাস (ইব্ন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আবূ যার (রা.)-কে বলেন, শোন এবং আনুগত্য কর, যদিও কোন হাবশী আমীর হয়-যার মাথা কিস্‌মিসের মতো।

banglainternet.com

٤٤٩. بَابُ يَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ الْاِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً اِذَا كَانَا اِثْنَيْنِ

৪৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ দু'জনে সালাত আদায় করলে, মুক্তাদী ইমামের ডানপাশে সোজাসুজি দাঁড়াবে।

٦٦٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ فِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ جَاءَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلّٰى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ اَوْ قَالَ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ .

৬৬৩ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আমার খালা মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করে আসলেন এবং চার রাকাআত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে সালাতে দাঁড়ালেন। তখন আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডানপাশে নিয়ে নিলেন এবং পাঁচ রাকাআত সালাত আদায় করলেন। এরপর আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করে নিদ্রা গেলেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শুনলাম। তারপর তিনি (উঠে ফজরের) সালাতের জন্য বেরিয়ে গেলেন।

٤٥٠. بَابُ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْاِمَامِ فَحَوَّلَهُ الْاِمَامُ اِلٰى يَمِيْنِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

৪৫০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ায় এবং ইমাম তাকে ডানপাশে নিয়ে আসেন, তবে কারো সালাত নষ্ট হয় না।

٦٦٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ عَلٰى يَسَارِهِ فَاَخَذَنِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلّٰى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ اَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِيْ كُرَيْبٌ بِذٰلِكَ .

৬৬৪ আহ্মদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আমার খালা) মায়মুনা (রা.) -এর ঘরে ঘুমালাম, নবী ﷺ সে রাতে তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) উযূ করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে আসলেন। আর তিনি তের রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন,

banglainternet.com

এমনকি তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল। এবং তিনি যখন ঘুমাতেন তাঁর নাক ডাকত। তারপর তাঁর কাছে মুআয্যিন এলেন, তিনি বেরিয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং (নতুন) উযূ করেননি। আম্র (রা.) বলেন, এ হাদীস আমি বুকাইর (রা.)-কে শুনালে তিনি বলেন, কুরাইব (র.)-ও এ হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

٤٥١. بَابُ اِذَا لَمْ يَنْوِ الْاِمَامُ اَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَاَمَّهُمْ

৪৫১. অনুচ্ছেদ ঃ যদি ইমাম ইমামতির নিয়্যত না করেন এবং পরে কিছু লোক এসে শামিল হয় এবং তিনি তাদের ইমামতি করেন।

٦٦٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ صَلّٰى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ اُصَلِّيْ مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ بِرَأْسِيْ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ .

৬৬৫ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আমার খালার (মায়মুনা (রা.)-র কাছে রাত যাপন করলাম। নবী ﷺ রাতের সালাতে দাঁড়ালেন, আমিও তাঁর সংগে সালাত আদায় করতে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি আমার মাথা ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন।

٤٥٢. بَابُ اِذَا طَوَّلَ الْاِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلّٰى

৪৫২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি ইমাম সালাত দীর্ঘ করেন এবং কেউ প্রয়োজনবশত (জামা'আত থেকে) বেরিয়ে এসে (একাকী) সালাত আদায় করে।

٦٦٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلّٰى الْعِشَاءَ فَقَرَاَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَاَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ اَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَاَمَرَهُ بِسُوْرَتَيْنِ مِنْ اَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمْرٌو لَا اَحْفَظُهُمَا .

৬৬৬ মুসলিম (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করার পর ফিরে গিয়ে আপন গোত্রের ইমামতি করতেন। এই হাদীস মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মু'আয ইব্ন জাবাল

banglainternet.com

(রা.) নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করার পর ফিরে গিয়ে নিজ গোত্রের ইমামতি করতেন। একদিন তিনি ইশার সালাতে সূরা বাকারা পাঠ করেন। এতে এক ব্যক্তি জামা'আত থেকে বেরিয়ে যায়। এ জন্য মু'আয (রা.) তার সমালোচনা করেন। এ খবর নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌছলে তিনি তিনবার ' فَتَّانٌ ' অথবা ' فَاتِنًا ' (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী) শব্দটি বললেন। এবং তিনি তাকে আওসাতে মুফাস্সালের দু'টি সূরা পাঠের নির্দেশ দেন। আমর (রা.) বলেন, কোন্ দু'টি সূরার কথা তিনি বলেছিলেন, তা আমার স্মরণ নেই।

٤٥٣. بَابُ تَخْفِيْفِ الْإِمَامِ فِى الْقِيَامِ وَاِتْمَامِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

৪৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক সালাতে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকূ' ও সিজ্‌দা পূর্ণভাবে আদায় করা।

٦٦٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ سَمِعْتُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ أَبُوْمَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَ تَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَابًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৬৬৭ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র.).....আবূ মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অমুকের কারণে ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি। তিনি (জামা'আতে) সালাতকে খুব দীর্ঘ করেন। আবূ মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নসীহত করতে গিয়ে সে দিনের ন্যায় এত বেশী রাগান্বিত হতে আর কোন দিন দেখিনি। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্য লোক নিয়ে সালাত আদায় করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ লোকও থাকে।

٤٥٤. بَابُ اِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ

৪৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ একাকী সালাত আদায় করলে ইচ্ছানুসারে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

٦٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ .

banglainternet.com

৬৬৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।

٤٥٥. بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُوْ أُسَيْدٍ طَوَّلْتَ بِنَا يَابُنَيَّ

৪৫৫. অনুচ্ছেদঃ ইমাম সালাত দীর্ঘায়িত করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। আবূ উসাইদ (র.)তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, বেটা! তুমি আমাদের সালাত দীর্ঘায়িত করে ফেলেছ।

٦٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ لَا تَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فُلَانٌ فِيْهَا فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَارَأَيْتُهُ غَضِبَ فِيْ مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৬৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌নইউসুফ (র.).....আবূ মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক ব্যক্তির জন্য আমি ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি। কেননা, তিনি আমাদের সালাত খুব দীর্ঘায়িত করেন। এ শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হলেন। আবূ মাসউদ (রা.) বলেন, নসীহত করতে গিয়ে সে দিন তিনি যেরূপ রাগান্বিত হয়েছিলেন, সে দিনের মত রাগান্বিত হতে তাঁকে আর কোন দিন দেখিনি। তারপর তিনি বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ রয়েছে।

٦٧٠ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ أَنْتَ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى فَإِنَّهُ يُصَلِّيْ وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذُوا الْحَاجَةِ أَحْسِبُ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَتَابَعَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقٍ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِيُّ قَالَ عَمْرٌو وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ وَتَابَعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ .

banglainternet.com

৬৭০ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী দু'টি পানি বহনকারী উট নিয়ে আসছিলেন। রাতের অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়ে এসেছে। এ সময় তিনি মু'আয (রা.)-কে সালাত আদায়রত পান, তিনি তার উট দু'টি বসিয়ে দিয়ে মু'আয (রা.)-এর দিকে (সালাত আদায় করতে) এগিয়ে এলেন, মু'আয (রা.) সূরা বাকারা বা সূরা নিসা পড়তে শুরু করেন। এতে সাহাবী (জামা'আত ছেড়ে) চলে যান। পরে তিনি জানতে পারেন যে, মু'আয (রা.) এ জন্য তার সমালোচনা করেছেন। তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে মু'আয (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এতে নবী ﷺ বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি লোকদের ফিত্নায় ফেলতে চাও ? বা তিনি বলেছিলেন, তুমি কি ফিত্না সৃষ্টিকারী ? তিনি একথা তিনবার বলেন। তারপর তিনি বললেন, তুমি وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এবং سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (সূরা) দ্বারা সালাত আদায় করলে না কেন? কারণ, তোমার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ লোক সালাত আদায় করে। (শু'বা (র.) বলেন) আমার ধারণা শেষোক্ত বাক্যটিও হাদীসের অংশ। সায়ীদ ইব্ন মাসরূক, মিসওআর এবং শাইবানী (র.)-ও অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। আমর, উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মিকসাম এবং আবূ যুবাইর (র.) জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'আয (রা.) ইশার সালাতে সূরা বাকারা পাঠ করেছিলেন। আ'মাশ (র.)ও মুহারিব (র.) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়েত করেন।

٤٥٦. بَابُ الْاِيْجَازِ فِى الصَّلٰوةِ وَاِكْمَالِهَا

৪৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করা।

٦٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُوْجِزُ الصَّلٰوةَ وَيُكْمِلُهَا .

৬৭১ আবূ মা'মার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করতেন।

٤٥٧. بَابُ مَنْ اَخَفَّ الصَّلٰوةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِىِّ

৪৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর কান্নাকাটির কারণে সালাত সংক্ষেপ করা।

٦٧٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ لَاَقُوْمُ فِى الصَّلٰوةِ اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلَاتِىْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهِ تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَبَقِيَّةُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ .

banglainternet.com

৬৭২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.).....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি অনেক সময় দীর্ঘ করে সালাত আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই। পরে শিশুর কান্নাকাটি শুনে সালাত সংক্ষেপ করি। কারণ আমি পসন্দ করি না যে, শিশুর মাকে কষ্টে ফেলি। বিশ্‌র ইব্‌ন বাকর, বাকিয়্যা ও ইব্‌ন মোবারক আওযায়ী (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٦٧٣ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَاصَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ .

৬৭৩ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি নবী ﷺ-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোন ইমামের পিছনে কখনো পড়িনি। আর তা এ জন্য যে, তিনি শিশুর কান্না শুনতে পেতেন এবং তার মায়ের ফিত্‌নায় পড়ার আশংকায় সংক্ষেপ করতেন।

٦٧٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنِّيْ لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ .

৬৭৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি।

٦٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّيْ لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيْدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৬৭৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি এবং শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি। মূসা (র.).....আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

banglainternet.com

٤٥٨. بَابُ اِذَا صَلَّى ثُمَّ اَمَّ قَوْمًا

৪৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সালাত আদায় করার পর অন্য লোকের ইমামতি করা।[১]

٦٧٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَاْتِيْ قَوْمَهُ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ .

৬৭৬ সুলাইমান ইব্ন হারব ও আবূ নু'মান (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয (রা.) নবী ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করে নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতি করতেন।

٤٥٩. بَابُ مَنْ اَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيْرَ الْاِمَامِ

৪৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদেরকে ইমামের তাকবীর শোনান।

٦٧٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَاشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ اَتَاهُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ اِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِيْ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ اَوِالرَّابِعَةِ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَصَلّٰى وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الْاَرْضَ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنْ صَلِّ فَتَاَخَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى جَنْبِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيْرَ تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ .

৬৭৭ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত থাকা কালে একবার বিলাল (রা.) তাঁর নিকট এসে সালাতের (সময় হয়েছে বলে) সংবাদ দিলেন। নবী ﷺ বললেনঃ আবূ বক্রকে বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। (আয়িশা (রা.) বললেন,) আমি বললাম, আবূ বাক্র (রা.) কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং কিরাআত পড়তে পারবেন না। তিনি আবার বললেনঃ আবূ বাকরকে বল, সালাত আদায় করতে। আমি আবারও সেকথা বললাম। তখন তৃতীয় বা চতুর্থবারে তিনি বললেন, তোমরাতো ইউসুফের (আ.)

---

১. কেউ একবার ফরয আদায় করে ফেললে, তার ফরয আদায় হয়ে যায়, তাই পরে সালাত আদায় করলেও তা নফল বলে গণ্য হবে। কাজেই দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করার সময় কেউ যদি তার পিছনে ফরয সালাতের ইকতিদা করে, তা হলে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদা করা হচ্ছে। অন্য হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাব মতে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদা দুরুস্ত নয়।

banglainternet.com

সাথী রমণীদেরই মত। আবূ বক্‌রকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আবূ বাক্‌র (রা.) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন, ইতিমধ্যে নবী ﷺ দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে বের হলেন। (আয়িশা (রা.) বললেন,) আমি যেন এখনও সে দৃশ্য দেখতে পাই, তিনি দু' পা মুবারক মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়িয়ে যান। আবূ বাক্‌র (রা.) তাঁকে দেখতে পেয়ে পিছনে সরে আসতে লাগলেন। নবী ﷺ ইশারায় তাঁকে সালাত আদায় করতে বললেন, (তবুও) আবূ বাক্‌র (রা.) পিছনে সরে আসলেন। নবী ﷺ তাঁর পাশে বসলেন, আবূ বাক্‌র (রা.) তাকবীর শুনাতে লাগলেন। মুহাযির (র.) আমাশ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দাউদ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٤٦٠. بَابُ الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

৪৬০. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির ইমামের ইক্‌তিদা করা এবং অন্যদের সেই মুক্তাদির ইকতিদা করা। বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার ইক্‌তিদা করবে, তোমাদের পিছনের লোকেরা যেন তোমাদের ইক্‌তিদা করে।

٦٧٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعِ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعِ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاَهُ يَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৬৭৮ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন (রোগে) পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, বিলাল (রা.) এসে সালাতের কথা বললেন। নবী ﷺ বললেন, আবূ বক্‌রকে বল, লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বক্‌র (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে

banglainternet.com

পারবেন না। যদি আপনি উমর (রা.)-কে এ নির্দেশ দেন (তবে ভাল হয়)। তিনি ﷺ আবার বললেন ঃ লোকদের নিয়ে আবূ বক্‌র (রা.)-কে সালাত আদায় করতে বল। আমি হাফসা (রা.)-কে বললাম, তুমি তাঁকে একটু বল যে, আবূ বক্‌র (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার পরিবর্তে সে স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শোনাতে পারবেন না। যদি আপনি উমর (রা.)-কে এ নির্দেশ দিতেন (তবে ভাল হতো)। এ শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা ইউসুফের সাথী রমণীদেরই মত। আবূ বক্‌র (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আবূ বক্‌র (রা.) লোকদের নিয়ে সালাত শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে একটু সুস্থবোধ করলেন এবং দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মসজিদে গেলেন। তাঁর দু' পা মুবারক মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। আবূ বক্‌র (রা.) যখন তাঁর আগমন আঁচ করলেন, পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রতি ইশারা করলেন (পিছিয়ে না যাওয়ার জন্য)। তারপর তিনি এসে আবূ বক্‌র (রা.)-এর বামপাশে বসে গেলেন অবশেষে আবূ বক্‌র (রা.) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর সাহাবীগণ হযরত আবূ বক্‌র (রা.)-এর সালাতের অনুসরণ করছিল।

٤٦١. بَابُ هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

৪৬১. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সন্দেহ হলে মুক্‌তাদীদের মত গ্রহণ করা।

٦٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ .

৬৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাকাআত আদায় করে সালাত শেষ করে ফেললেন। যূল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি কম করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (অন্যদের লক্ষ্য করে) বললেন ঃ যূল-ইয়াদাইন কি ঠিকই বলছে ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন এবং তাক্‌বীর বলে স্বাভাবিক সিজ্‌দার মত অথবা তার চাইতে দীর্ঘ সিজ্‌দা করলেন।

٦٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

banglainternet.com

৬৮০ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের

সালাত দু' রাকাআত পড়লেন। তাঁকে বলা হল, আপনি দু' রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। তখন তিনি আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজ্‌দা করলেন।

٤٦٢. بَابُ اِذَا بَكَى الْاِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ نَشِيْجَ عُمَرَ وَاَنَا فِيْ اٰخِرِ الصُّفُوْفِ يَقْرَأُ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ

৪৬২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ইমাম কেঁদে ফেললে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ (র.) বলেন, আমি পিছনের কাতার থেকে উমর (রা.)-এর চাপা কান্নার আওয়ায শুনেছি। তিনি তখন اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ '(আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই পেশ করছি)'-এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন।

٦٨١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِيْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ قُوْلِيْ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِيْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِاُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا .

৬৮১ ইসমায়ীল (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (অন্তিম) রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন ঃ আবূ বক্‌রকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আবূ বক্‌র (রা.) যখন আপনার স্থলে দাঁড়াবেন, তখন কান্নার কারণে সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। কাজেই উমর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিন। তিনি ﷺ আবার বললেন ঃ আবূ বকরকে বল লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নিতে। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন আমি হাফ্‌সা (রা.)-কে বললাম, তুমি তাঁকে বল যে, আবূ বক্‌র (রা.) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন কান্নার কারণে সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। কাজেই উমর (রা.)-কে বলুন তিনি যেন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফ্‌সা (রা.) তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ চুপ কর! তোমরা ইউসুফের সাথী নারীদেরই মত। আবূ বক্‌রকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। এতে হাফ্‌সা (রা.) আয়িশা (রা.)-কে (অভিমান করে) বললেন, তোমার কাছ থেকে আমি কখনো আমার জন্য হিতকর কিছু পাইনি।

banglainternet.com

٤٦٣. بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ عِنْدَ الْاِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

৪৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের সময় এবং এর পরে কাতার সোজা করা।

٦٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ .

৬৮২ আবদুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক (র.).....নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নিবে, তা না হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।

٦٨٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِىْ .

৬৮৩ আবূ মা'মার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা কাতার সোজা করে নিবে। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।

٤٦٤. بَابُ اِقْبَالِ الْاِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ

৪৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাতার সোজা করার সময় মুক্‌তাদিদের প্রতি ইমামের ফিরে দেখা।

٦٨٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ .

৬৮৪ আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ রাজা (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হচ্ছে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে মুখ করে তাকালেন এবং বললেন ঃ তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও আর মিলে দাঁড়াও। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।

٤٦٥. بَابُ الصَّفِّ الْاَوَّلِ

৪৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম কাতার।

banglainternet.com

٦٨٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ .

الشُّهَدَاءُ الْغَرِقُ وَالْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْهَدِمُ وَقَالَ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوْا .

৬৮৫ আবূ আসিম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ পানিতে ডুবে, কলেরায়, প্লেগে এবং ভূমিধসে বা চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তিরা শহীদ। যদি লোকেরা জানত যে, প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায়ের কী ফযীলত, তা হলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করে আগেভাগে আসার চেষ্টা করত। আর ইশা ও ফজরের জামা'আতের কী মর্তবা তা যদি তারা জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হত। এবং সামনের কাতারের কী ফযীলত তা যদি জানত, তাহলে এর জন্য তারা কুরআ ব্যবহার করত।

٤٦٦. بَابُ اِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

৪৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অঙ্গ।

٦٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ وَاَقِيْمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلَاةِ فَاِنَّ اِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ .

৬৮৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেনঃ অনুসরণ করার জন্যই ইমাম নির্ধারণ করা হয়। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি যখন রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ' বলবে। তিনি যখন সিজ্‌দা করবেন তখন তোমরাও সিজ্‌দা করবে। তিনি যখন বসে সালাত আদায় করেন,তখন তোমরাও সবাই বসে সালাত আদায় করবে। আর তোমরা সালাতে কাতার সোজা করে নিবে, কেননা কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

٦٨٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ .

৬৮৭ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নিবে, কেননা, কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

banglainternet.com

٤٦٧. بَابُ اِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوْفَ

৪৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাতার সোজা না করার গুনাহ।

٦٨٨ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَقِيْلَ لَهُ مَا اَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمٍ عَهِدْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَنْكَرْتُ شَيْئًا اِلاَّ اَنَّكُمْ لاَ تُقِيْمُوْنَ الصُّفُوْفَ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِيْنَةَ بِهٰذَا .

৬৮৮ মু'আয ইব্ন আসাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি (আনাস) মদীনায় আসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের তুলনায় আপনি আমাদের সময়ের অপসন্দনীয় কী দেখতে পাচ্ছেন ? তিনি বললেন, অন্য কোন কাজ তেমন অপসন্দনীয় মনে হচ্ছে না। তবে তোমরা (সালাতে) কাতার ঠিকমত সোজা কর না। উক্‌বা ইব্ন উবাইদ (র.) বুশাইর ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) আমাদের কাছে মদীনায় এলেন.....বাকী অংশ অনুরূপ।

٤٦٨. بَابُ اِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ رَاَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ

৪৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো। নু'মান ইব্ন বশীর (র.) বলেন, আমাদের কাউকে দেখেছি পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির টাখ্‌নুর সাথে টাখ্‌নু মিলাতে।

٦٨٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ .

৬৮৯ আমর ইব্ন খালিদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই। (আনাস (রা.) বলেন) আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম।

٤٦٩. بَابُ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْاِمَامِ وَحَوَّلَهُ الْاِمَامُ خَلْفَهُ اِلٰى يَمِيْنِهِ تَمَّتْ صَلاَتُهُ

৪৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ালে ইমাম তাকে পিছনে ঘুরিয়ে ডানপাশে দাঁড় করালে সালাত আদায় হবে।

banglainternet.com

٦٩٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِيْ مِنْ وَرَائِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلّٰى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৬৯০ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমি নবী ﷺ -এর সংগে সালাত আদায় করতে গিয়ে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথার পিছনের দিক ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। তারপর সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। পরে তাঁর কাছে মুআয্যিন এলো। তিনি উঠে সালাত আদায় করলেন, কিন্তু (নতুনভাবে) উযূ করেন নি।

٤٧٠. بَابُ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُوْنُ صَفًّا

৪৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা একজন হলেও ভিন্ন কাতারে দাঁড়াবে।

٦٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْحٰقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِيْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَاُمِّيْ اُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا .

৬৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমাদের ঘরে আমি ও একটি ইয়াতীম ছেলে নবী ﷺ -এর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। আর আমার মা উম্মে সুলাইম (রা.) আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

٤٧١. بَابُ مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْاِمَامِ

৪৭১. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ও ইমামের ডানদিক।

٦٩٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا ثَابِتُ ابْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً اُصَلِّيْ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدِيْ اَوْ بِعَضُدِيْ حَتّٰى اَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِيْ .

৬৯২ মূসা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমি সালাত আদায়ের জন্য নবী ﷺ-এর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত বা বাহু ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন এবং তিনি তাঁর হাতের ইশারায় বললেন, আমার পিছনের দিক দিয়ে।

banglainternet.com

٤٧٢. بَابُ اِذَا كَانَ بَيْنَ الْاِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ اَوْ سُتْرَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَأْسَ اَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ وَقَالَ اَبُوْ مِجْلَزٍ يَأْتَمُّ بِالْاِمَامِ وَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيْقٌ اَوْ جِدَارٌ اِذَا سَمِعَ تَكْبِيْرَ الْاِمَامِ

৪৭২. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে দেওয়াল বা সুতরা থাকলে। হাসান (র.) বলেন, তোমার ও ইমামের মধ্যে নহর থাকলেও ইক্তিদা করতে অসুবিধা নেই। আবূ মিজলায (র.) বলেন, যদি ইমামের তাক্বীর শোনা যায় তাহলে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে রাস্তা বা দেওয়াল থাকলেও ইক্তিদা করা যায়।

٦٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فِيْ حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيْرٌ فَرَاَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ اُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ فَاَصْبَحُوْا فَتَحَدَّثُوْا بِذَالِكَ فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ اُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوْا ذَالِكَ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً حَتّٰى اِذَا كَانَ بَعْدَ ذَالِكَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا اَصْبَحَ ذَكَرَ ذَالِكَ النَّاسُ فَقَالَ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ .

৬৯৩ মুহাম্মদ (ইব্ন সালাম) (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের সালাত তাঁর নিজ কামরায় আদায় করতেন। কামরার দেওয়ালটি ছিল নীচু। ফলে একদিন সাহাবীগণ নবী ﷺ -এর শরীর মুবারক দেখতে পেলেন এবং (দেওয়ালের অপর পার্শ্বে) সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে তাঁর সহিত সালাত আদায় করলেন। সকালে তাঁরা একথা বলাবলি করছিলেন। দ্বিতীয় রাতে তিনি (সালাতে) দাঁড়ালেন। সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। দু' বা তিন রাত তাঁরা এরূপ করলেন। এরপরে (রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে থাকলেন, আর বের হলেন না। ভোরে সাহাবীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা হচ্ছিল যে, রাতের সালাত তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হতে পারে।

٤٧٣. بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

৪৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সালাত।

٦٩٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيْرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ اِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلُّوْا وَرَاءَهُ .

banglainternet.com

৬৯৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুন্‌যির (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর একটি চাটাই ছিল। তিনি তা দিনের বেলায় বিছিয়ে রাখতেন এবং রাতের বেলায় তা দিয়ে কামরা বানিয়ে নিতেন। সহাবীগণ তাঁর পিছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ান এবং তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেন।

٦٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيْرٍ فِىْ رَمَضَانَ فَصَلّٰى فِيْهَا لَيَالِىَ فَصَلّٰى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوْسٰى سَمِعْتُ اَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৬৯৫ আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ (র.).....যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযান মাসে একটি ছোট কামরা বানালেন। তিনি (বুসর ইব্‌ন সায়ীদ (র.) বলেন, মনে হয়, (যায়িদ ইব্‌ন সাবিত(রা.) কামরাটি চাটাইর তৈরী ছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত সালাত আদায় করেন। আর তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সাহাবীও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তিনি যখন তাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি বসে থাকলেন। পরে তিনি তাঁদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের কার্যকলাপ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই সালাত আদায় কর। কেননা, ফরয সালাত ব্যতীত লোকেরা ঘরে যে সালাত আদায় করে তা-ই উত্তম। আফ্‌ফান (র.).....যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বলেছেন।

٤٧٤. بَابُ اِيْجَابِ التَّكْبِيْرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

৪৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয তাকবীর বলা ও সালাত শুরু করা।

٦٩٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ قَالَ اَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَلّٰى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا ، وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

banglainternet.com

৬৯৬ আবুল ইয়ামান (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়ায় চড়েন। ফলে তাঁর ডান পাঁজরে আঁচড় লাগে। আনাস (রা.) বলেন, এ সময় কোন এক সালাত আমাদের নিয়ে তিনি বসে আদায় করেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে সালাত আদায় করি। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্যই। তাই তিনি যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর তিনি যখন রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি যখন সিজ্‌দা করেন তখন তোমরাও সিজ্‌দা করবে। তিনি যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে।

٦٩٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلّٰى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُوْدًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ اَوْ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا .

৬৯৭ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। তাই তিনি আমাদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বসে সালাত আদায় করি। তারপর তিনি ফিরে বললেনঃ ইমাম অনুসরণের জন্যই বা তিনি বলেছিলেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। যখন তিনি উঠেন তখন তোমরাও উঠবে। তিনি যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে এবং তিনি যখন সিজ্‌দা করেন তখন তোমরাও সিজ্‌দা করবে।

٦٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ .

৬৯৮ আবুল ইয়ামান (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাক্‌বীর বলেন, তখন তোমরাও তাক্‌বীর বলবে, যখন তিনি রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে আর তিনি যখন সিজ্‌দা করেন তখন তোমরাও সিজ্‌দা করবে। যখন তিনি বসে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

banglainternet.com

٤٧٥. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِفْتِتَاحِ سَوَاءً

৪৭৫. অনুচ্ছেদঃ সালাত শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরের সাথে সাথে উভয় হাত উঠানো।

٦٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُودِ .

৬৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর রুকূ'তে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে দু'হাত উঠাতেন এবং سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন। কিন্তু সিজ্‌দার সময় এরূপ করতেন না।

٤٧٦. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

৪৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাহরীমা, রুকূ'তে যাওয়া এবং রুকূ' থেকে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো।

٧٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُودِ .

৭০০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকূ'র জন্য তাক্‌বীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন এবং ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলতেন। তবে সিজ্‌দার সময় এরূপ করতেন না।

٧٠١ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلّٰى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ هٰكَذَا .

banglainternet.com

৭০১ ইসহাক ওয়াসিতী (র.).....আবূ কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা.)-কে দেখেছেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাক্‌বীর বলতেন এবং তাঁর দু' হাত উঠাতেন। আর যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।

٤٧٧. بَابُ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ فِيْ أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

৪৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ উভয় হাত কতটুকু উঠাবে। আবূ হুমাইদ (র.) তাঁর সাথীদের বলেছেন যে, নবী ﷺ কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন।

٧٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ افْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتّٰى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلَا حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ .

৭০২ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাক্‌বীর দিয়ে সালাত শুরু করতে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর বলতেন তখন তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকূ'র তাক্‌বীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলতেন, তখনও এরূপ করতেন এবং ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন। কিন্তু সিজ্‌দায় যেতে এরূপ করতেন না। আর সিজ্‌দার থেকে মাথা উঠাবার সময়ও এরূপ করতেন না।

٤٧٨. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

৪৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ দু' রাকাআত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু' হাত উঠানো।

٧٠٣ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوْبَ وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا .

৭০৩ আইয়্যাশ (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা.) যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাক্‌বীর বলতেন এবং দু' হাত উঠাতেন আর যখন রুকূ' করতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন।

banglainternet.com

এরপর যখন 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন এবং দু' রাকাআত আদায়ের পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত বলে ইব্ন উমর (রা.) বলেছেন। এ হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন তাহমান, আইউব ও মূসা ইব্ন উক্বা (র.) থেকে এ হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

٤٧٩. بَابُ وَضْعِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى

৪৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

٧٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِسْمٰعِيْلُ يُنْمٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِيْ .

৭০৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের নির্দেশ দেওয়া হত যে, সালাতে প্রত্যেক ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে। আবূ হাযিম (র.) বলেন, সাহল (র.) এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন বলেই জানি। ইসমায়ীল (র.) বলেন, এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করা হত। তবে তিনি এরূপ বলেন নি যে, সাহল (র.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন।

٤٨٠. بَابُ الْخُشُوْعِ فِي الصَّلَاةِ

৪৮০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে খুশু' (বিনয়, নম্রতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও তন্ময়তা)।

٧٠٥ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِيْ هٰهُنَا وَاللّٰهِ مَا يَخْفٰى عَلَيَّ رُكُوْعُكُمْ وَلَا خُشُوْعُكُمْ وَإِنِّيْ لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِيْ .

৭০৫ ইসমায়ীল (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কি মনে কর যে, আমার কিব্লা শুধুমাত্র এ দিকে ? আল্লাহ্র শপথ, তোমাদের রুকূ' তোমাদের খুশু', কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকে না। আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের দেখি আমার পিছন দিক থেকেও।

٧٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِيْ وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِيْ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ .

banglainternet.com

৭০৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রুকূ'ও সিজ্‌দাগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার পিছনে থেকে বা রাবী বলেন, আমার পিঠের পিছনে থেকে তোমাদের দেখতে পাই, যখন তোমরা রুকূ' ও সিজ্‌দা কর।

٤٨١. بَابُ مَا يَقُوْلُ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ

৪৮১. অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাহরীমার পরে কি পড়বে।

٧٠٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلٰوةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

৭০৭ হাফস্ ইব্‌ন উমর (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-আবূ বক্‌র (রা.) এবং উমর (রা.) ' اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ' দিয়ে সালাত শুরু করতেন।

٧٠٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اِسْكَاتَةً قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاتَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .

৭০৮ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, তাক্‌বীর ও কিরাআত এর মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন ? তিনি বললেন ঃ এ সময় আমি বলি-- ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন, আমার ও আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে ঠিক তদ্রুপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। ইয়া আল্লাহ্! শুভ্র বস্ত্রকে যেরূপ নির্মল করা হয় আমাকেও সেরূপ পাক-সাফ করুন। আমার অপরাধসমূহ পানি, বরফ ও হিমশিলা দ্বারা বিধৌত করে দিন।

٤٨٢. بَابٌ

৪৮২. অনুচ্ছেদ ঃ

banglainternet.com

٧٠٩ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ

اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةَ الْكُسُوْفِ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ فَسَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدْدَنَتْ مِنِّى الْجَنَّةُ حَتّٰى لَوِ اجْتَرَاْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّى النَّارُ حَتّٰى قُلْتُ اَىْ رَبِّ اَوَ اَنَا مَعَهُمْ فَاِذَا امْرَاَةٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَاْنُ هٰذِهِ قَالُوْا حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا لَا اَطْعَمَتْهَا وَلَا اَرْسَلَتْهَا تَاْكُلُ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مِنْ خَشٰيشِ الْاَرْضِ اَوْ خِشَاشِ .

৭০৯ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র.).....আসমা বিনত্ আবূ বক্র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার সালাতুল কুসূফ (সূর্য গ্রহণের সালাত) আদায় করলেন। তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর রুকূ'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর আবার রুকূ'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূ'তে থাকলেন। এরপর উঠলেন, পরে সিজ্দায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজ্দায় রইলেন। আবার সিজ্দায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজ্দায় থাকলেন। এরপর আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবার রুকূ'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূ'তে থাকলেন। এরপর রুকূ' থেকে উঠে আবার দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং আবার রুকূ'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। এরপর রুকূ' থেকে উঠে সিজ্দায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজ্দায় থাকলেন। তারপর উঠে সিজ্দায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজ্দায় থাকলেন। এরপর সালাত শেষ করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ জান্নাত আমার খুবই নিকটে এসে গিয়েছিল এমনকি আমি যদি চেষ্টা করতাম তা হলে জান্নাতের একগুচ্ছ আঙ্গুর তোমাদের এনে দিতে পারতাম। আর জাহান্নামও আমার একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। এমনকি আমি বলে উঠলাম, ইয়া রব! আমিও কি তাদের সাথে ? আমি একজন স্ত্রী লোককে দেখতে পেলাম। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন, একটি বিড়াল তাকে খামচাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ স্ত্রী লোকটির এমন অবস্থা কেন? ফিরিশ্তাগণ জবাব দিলেন, সে একটি বিড়ালকে আটকিয়ে রেখেছিল, ফলে বিড়ালটি অনাহারে মারা যায়। উক্ত স্ত্রী লোকটি তাকে খেতেও দেয়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে আহার করতে পারে। নাফি' (র.) বলেন, আমার মনে হয়, (ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা.) বর্ণনা করেছিলেন, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারে।

٤٨٣. بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ اِلَى الْاِمَامِ فِى الصَّلٰوةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فِى صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ فَرَاَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَاَيْتُمُوْنِى تَاَخَّرْتُ

banglainternet.com

৪৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ইমামের দিকে তাকানো। আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ সালাতে কুসূফ বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন, তোমরা যখন আমাকে পিছিয়ে আসতে দেখেছিলে তখন আমি জাহান্নাম দেখেছিলাম; তার এক অংশ অপর অংশকে বিচূর্ণ করছে।

٧١٠ حَدَّثَنَا مُوسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

৭১০ মূসা (র.).....আবূ মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি করে বুঝতে পারতেন ? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ির নড়াচড়া দেখে।

٧١١ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوْبٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامُوْا قِيَامًا حَتّٰى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ .

৭১১ হাজ্জাজ (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, আর তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না, তাঁরা যখন নবী ﷺ -এর সংগে সালাত আদায় করতেন, তখন রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন যে, নবী ﷺ সিজদায় গেছেন।

٧١٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلّٰى ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ اِنِّيْ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا .

৭১২ ইসমায়ীল (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি এজন্য সালাত আদায় করেন। সাহাবা-ই-কিরাম (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনাকে দেখলাম যেন কিছু একটা ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরে দেখলাম, আবার পিছিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমাকে জান্নাত দেখানো হয় এবং তারই একটি আঙ্গুরের ছড়া নিতে যাচ্ছিলাম। আমি যদি তা নিয়ে আসতাম, তা হলে দুনিয়ার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত তোমরা তা থেকে খেতে পারতে।

٧١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّٰى

banglainternet.com

لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ الْمِنْبَرَ فَاشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِيْ قِبْلَةِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ثَلَاثًا .

৭১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং মসজিদের কিব্‌লার দিকে ইশারা করে বললেন, এইমাত্র আমি যখন তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলাম তখন এ দেওয়ালের সামনের দিকে আমি জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। আজকের মতো এত মঙ্গল ও অমঙ্গল আমি আর দেখিনি, একথা তিনি তিনবার বললেন।

٤٨٤. بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ اِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

৪৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকানো।

٧١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ رَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِيْ صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِيْ ذَالِكَ حَتّٰى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ ذَالِكَ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ .

৭১৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ লোকদের কি হল যে, তারা সালাতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায় ? এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন ; এমনকি তিনি বললেন ঃ যেন তারা অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় অবশ্যই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।

٤٨٥. بَابُ الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

৪৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে এদিক ওদিক তাকান।

٧١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ .

৭১৫ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা এক ধরণের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সালাত থেকে অংশ বিশেষ কেড়ে নেয়।

banglainternet.com

٧١٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِيْ اَعْلاَمُ هٰذِهِ اذْهَبُوْا بِهَا اِلَى اَبِيْ جَهْمٍ وَاْتُوْنِيْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ .

৭১৬ কুতায়বা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার নবী করীম ﷺ একটি নক্‌শা করা চাদর পরে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পরে তিনি বললেন ঃ এ চাদরের কারুকার্য আমার মনকে নিবিষ্ট করে রেখেছিল। এটি আবূ জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং এর পরিবর্তে একটি "আম্বজানিয়্যাহ" নিয়ে এস।

٤٨٦. بَابُ هَلْ يَلْتَفِتُ لِاَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ اَوْ يَرَى شَيْئًا اَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ وَقَالَ سَهْلٌ اِلْتَفَتَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرَاَى النَّبِيُّ ﷺ .

৪৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে কোন কিছু ঘটলে বা কোন কিছু দেখলে বা কিব্‌লার দিকে থুথু দেখলে, সে দিকে তাকান। সাহ্‌ল (র.) বলেছেন, আবূ বক্‌র (রা.) তাকালেন এবং নবী ﷺ-কে দেখলেন।

٧١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّيْ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انْصَرَفَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ اَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ رَوَاهُ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ اَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ .

৭১৭ কুতাইবা (র.).....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় মসজিদে কিব্‌লার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে তা পরিষ্কার করে ফেললেন। তারপর তিনি সালাত শেষ করে বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে, তখন আল্লাহ্ তার সামনে থাকেন। কাজেই সালাতে থাকা অবস্থায় কেউ সামনের দিকে থুথু ফেলবে না। মূসা ইব্‌ন উক্‌বা ও ইব্‌ন আবূ রাওয়াদ (র.) নাফি' (র.) থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٧١٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسٌ قَالَ بَيْنَمَا الْمُسْلِمُوْنَ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَاَهُمْ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوْفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ وَنَكَصَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفُّ فَظَنَّ اَنَّهُ يُرِيْدُ الْخُرُوْجَ وَهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يَفْتَتِنُوْا فِيْ صَلاَتِهِمْ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَتِمُّوْا صَلاَتَكُمْ فَاَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

banglainternet.com

৭১৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানগণ ফযরের সালাতে রত এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়িশা (রা.)-এর হুজরার পর্দা উঠালে তাঁরা চমকে উঠলেন। তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁরা কাতারবদ্ধ হয়ে আছেন। তা দেখে তিনি মুচকী হাসলেন। আবূ বক্র (রা.) তাঁর ইমামতির স্থান ছেড়ে দিয়ে কাতারে শামিল হওয়ার জন্য পিছিয়ে আসতে চাইলেন। তিনি মনে করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হতে চান। মুসলিমগণও সালাত ছেড়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি ইশারায় তাঁদের বললেন, তোমরা তোমাদের সালাত পূরো করো। তারপর তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। সে দিনেরই শেষভাগে তাঁর ইন্তিকাল হয়।[১]

٤٨٧. بَابُ وُجُوْبِ الْقِرَاءَةِ لِلْاِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيْهَا وَمَا يُخَافَتُ

৪৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ সব সালাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর কিরাআত পড়া যরুরী, মুকীম অবস্থায় হোক বা সফরে, সশব্দ কিরাআতের সালাত হোক বা নিঃশব্দের, সব সালাতেই ইমামও মুক্তাদীর কিরাআত পড়া যরুরী[২]।

٧١٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا اَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا اِلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتّٰى ذَكَرُوْا اَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّيْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ ، فَقَالَ يَا اَبَا اِسْحَاقَ اِنَّهُ هٰؤُلَاءِ يَزْعُمُوْنَ اَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّيْ قَالَ اَبُو اِسْحٰقَ اَمَّا اَنَا وَاللّٰهِ فَاِنِّيْ كُنْتُ اُصَلِّيْ بِهِمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَخْرِمُ عَنْهَا اُصَلِّيْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَاَرْكُدُ فِي الْاُوْلَيَيْنِ وَاُخِفُّ فِي الْاُخْرَيَيْنِ، قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا اَبَا اِسْحٰقَ فَاَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا اَوْ رِجَالًا اِلَى الْكُوْفَةِ فَسَاَلَ عَنْهُ اَهْلَ الْكُوْفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا اِلَّا سَاَلَ عَنْهُ وَيُثْنُوْنَ مَعْرُوْفًا حَتّٰى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِيْ عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ اُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنٰى اَبَا سَعْدَةَ قَالَ اَمَّا اِذْ نَشَدْتَنَا فَاِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ اَمَا وَاللّٰهِ لَاَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ : اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ عَبْدُكَ هٰذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَاَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ ، وَكَانَ بَعْدُ اِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ

১. অর্থাৎ তাঁর ইন্তিকালের বিষয়টি শেষ প্রহরে সকলের নিকট সুনিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয়। কেননা, ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিনের প্রথম প্রহরে ইন্তিকাল করেছেন। তাই এ হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবেই করা যায়।

২. হানাফী মাযহাব অনুসারে ইমামের পিছনে নামায পড়ার সময় মুক্তাদীকে কিরাআত পড়তে হয় না। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যার ইমাম আছে, সে ক্ষেত্রে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।

banglainternet.com

شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَفْتُوْنٌ اَصَابَتْنِيْ دَعْوَةُ سَعْدٍ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَاَنَا رَاَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَاِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِيْ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ .

৭১৯ মূসা (র.).....জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কূফাবাসীরা সা'দ (রা.)[১] -এর বিরুদ্ধে উমর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং আম্মার (রা.)-কে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কূফার লোকেরা সা'দ (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে এ-ও বলে যে, তিনি ভালরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না। উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে আবূ ইসহাক ! তারা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, আপনি নাকি ভালরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না। সা'দ (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের অনুরূপই সালাত আদায় করে থাকি। তাতে কোন ত্রুটি করি না। আমি ইশার সালাত আদায় করতে প্রথম দু' রাকাআতে একটু দীর্ঘ ও শেষের দু' রাকাআতে সংক্ষেপ করতাম। উমর (রা.) বললেন, হে আবূ ইসহাক ! আপনার সম্পর্কে আমার এ-ই ধারণা। তারপর উমর (রা.) কূফার অধিবাসীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সা'দ (রা.)-এর সঙ্গে কূফায় পাঠান। সে ব্যক্তি প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল এবং তাঁরা সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি বনূ আবস গোত্রের মসজিদে উপস্থিত হয়। এখানে উসামা ইব্‌ন কাতাদাহ্ নামে এক ব্যক্তি যাকে আবূ সা'দাহ্ বলে ডাকা হত– দাঁড়িয়ে বলল, যেহেতু তুমি আল্লাহ্‌র নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছ, সা'দ (রা.) কখনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যান না, গনীমতের মাল সমভাবে বন্টন করেন না এবং বিচারে ইনসাফ করেন না। তখন সা'দ (রা.) বললেন, মনে রেখো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তিনটি দু'আ করছি ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, লোক দেখানো এবং আত্মপ্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে- ১. তার হায়াত বাড়িয়ে দিন, ২. তার অভাব বাড়িয়ে দিন এবং ৩. তাকে ফিত্‌নার সম্মুখীন করুন। পরবর্তীকালে লোকটিকে (তার অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলত, আমি বয়সে বৃদ্ধ, ফিত্‌নায় লিপ্ত। সা'দ (রা.)-এর দু'আ আমার উপর লেগে আছে। বর্ণনাকারী আবদুল মালিক (র.) বলেন, পরে আমি সে লোকটিকে দেখেছি, অতি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তার উভয় ভ্রু চোখের উপর ঝুলে পড়েছে এবং সে পথে মেয়েদের উত্যক্ত করত এবং তাদের চিমটি কাটতো।

٧٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৭২০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামায হল না।

٧٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ

banglainternet.com

১. তিনি তখন কূফায় আমীর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ ، وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّيْ كَمَا صَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا ، فَقَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنَ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِيْ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَالِكَ فِيْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

৭২১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন একজন সাহাবী এসে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ-কে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আবার গিয়ে সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি ত সালাত আদায় করনি। তিনি ফিরে গিয়ে আগের মত সালাত আদায় করলেন। তারপর এসে নবী ﷺ-কে সালাম করলেন। তিনি বললেন ঃ ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবী বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন– আমি তো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাক্‌বীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। তারপর রুকূ'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ' আদায় করবে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজ্‌দায় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিজ্‌দা আদায় করবে। তারপর সিজ্‌দা থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর এভাবেই পুরো সালাত আদায় করবে।

٤٨٨. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

৪৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের সালাতে কিরাআত পড়া।

٧٢٢ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَعْدٌ كُنْتُ أُصَلِّيْ بِهِمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلَاتِيَ الْعِشَيِّ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا كُنْتُ أَرْكُدُ فِي الْأُوْلَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ ذَالِكَ الظَّنُّ بِكَ .

৭২২ আবূ নু'মান (র.).....জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা.) বলেন, আমি তাদেরকে নিয়ে বিকালের দু' সালাত (যুহর ও আসর) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করতাম। এতে কোন ত্রুটি করতাম না। প্রথম দু' রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘায়িত এবং শেষ দু' রাকাআতে তা সংক্ষিপ্ত করতাম। উমর (রা.) বলেন, তোমার সম্পর্কে এরূপই ধারণা।

banglainternet.com

٧٢٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُوْلٰى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُوْلٰى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ .

৭২৩ আবূ নু'আইম (র.).....আবূ কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহ্‌রের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহার সহিত আরও দু'টি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাকাআতে দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সংক্ষেপ করতেন। কখনো কোন আয়াত শুনিয়ে পড়তেন। আসরের সালাতেও তিনি সূরা ফাতিহার সাথে অন্য দু'টি সূরা পড়তেন। প্রথম রাকাআতে দীর্ঘ করতেন। ফজরের প্রথম রাকাআতেও তিনি দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সংক্ষেপ করতেন।

٧٢٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

৭২৪ উমর ইব্‌ন হাফস্ (র.).....আবূ মা'মার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি যুহ্‌র ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনরা কি করে তা বুঝতেন ? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ির (মুবারকের) নড়াচড়ায়।

٤٨٩. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সালাতে কিরাআত।

٧٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ قِرَاءَتَهُ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

৭২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আবূ মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খাব্বাব ইব্‌ন আরত্ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি যুহ্‌র ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কি করে তাঁর কিরাআত বুঝতেন ? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ি মুবারকের নড়াচড়ায়।

banglainternet.com

٧٢٦ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا .

৭২৬ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).....আবূ কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহর ও আসরের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে একটি সূরা পড়তেন। আর কখনো কখনো কোন আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন।

٤٩٠. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

৪৯০. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের সালাতে কিরাআত।

٧٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ .

৭২৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুল ফাযল (রা.) তাঁকে ' وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ' সূরাটি তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন, বেটা ! তুমি এ সূরা তিলাওয়াত করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে এ সূরাটি পড়তে শেষবারের মত শুনেছিলাম।

٧٢٨ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَالَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ .

৭২৮ আবূ আসিম (র.).....মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) আমাকে বললেন, কি ব্যাপার, মাগরিবের সালাতে তুমি যে কেবল ছোট ছোট সূরা তিলাওয়াত কর ? অথচ আমি নবী ﷺকে দু'টি দীর্ঘ সূরার মধ্যে দীর্ঘতমটি থেকে পাঠ করতে শুনেছি।[১]

٧٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ .

banglainternet.com

১. অপেক্ষাকৃত দু'টি দীর্ঘতম সূরা দ্বারা সূরা আরাফ ও সূরা আন'আমকে বুঝানো হয়েছে। আর এ দু'টির মাঝে দীর্ঘতম হল সূরা আরাফ।

৭২৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....জুবাইর ইব্ন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর থেকে পড়তে শুনেছি।

٤٩١. بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

৪৯১. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতে সশব্দে কিরাআত।

٧٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

৭৩০ আবূ নু'মান (র.).....আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলাম। সেদিন তিনি ' اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ' সূরাটি তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ-এর পিছনে এ সিজ্‌দা করেছি, তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ সূরায় সিজ্‌দা করব।

٧٣١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

৭৩১ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আদী (ইব্ন সাবিত) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারাআ (রা.) থেকে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ এক সফরে ইশার সালাতের প্রথম দু' রাকাআতের এক রাকাআতে সূরা ' وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ' পাঠ করেন।

٤٩٢. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

৪৯২. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতে সিজ্‌দার আয়াত (সম্বলিত সূরা) তিলাওয়াত।

٧٣٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

৭৩২ মুসাদ্দাদ (র.).....আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলাম। তিনি ' اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ' সূরাটি তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সিজ্‌দা কেন ? তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ-এর পিছনে এ সূরায় সিজ্‌দা করেছি, তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি এতে সিজ্‌দা করব।

banglainternet.com

٤٩٣. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

৪৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতে কিরাআত।

٧٣٣ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً.

৭৩৩ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে ইশার সালাতে 'وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ' পড়তে শুনেছি। আমি কাউকে তাঁর চাইতে সুন্দর কণ্ঠ অথবা কিরাআত শুনিনি।

٤٩٤. بَابُ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ

৪৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম দু' রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করা ও শেষ দু' রাকাআতে তা সংক্ষেপ করা।

٧٣٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ظَنِّي بِكَ.

৭৩৪ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র.).....জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) সা'দ (রা.)-কে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে তারা (কূফাবাসীরা) সর্ব বিষয়ে অভিযোগ করেছে, এমনকি সালাত সম্পর্কেও। সা'দ (রা.) বললেন, আমি প্রথম দু'রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করে থাকি এবং শেষের দু' রাকাআতে তা সংক্ষেপে করি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে যেরূপ সালাত আদায় করেছি, অনুরূপই সালাত আদায়ের ব্যাপারে আমি ত্রুটি করিনি। উমর (রা.) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার ব্যাপারে ধারণা ত এরূপই ছিল, কিংবা (তিনি বলে-ছিলেন) আপনার সম্পর্কে আমার এরূপই ধারণা।

٤٩٥. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ، وَقَالَ أُمُّ سَلَمَةَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِالطُّورِ

৪৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতে কিরাআত। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, নবী ﷺ সূরা তূর পড়েছেন।

banglainternet.com

٧٣٥ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ

الْاَسْلَمِيَّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ اِلَى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِيْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيْسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اَوْ اِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ .

৭৩৫ আদম (র.).....সাইয়ার ইব্‌ন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা আবূ বারযা আসলামী (রা.)- নিকট উপস্থিত হয়ে সালাতসমূহের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত সূর্য ঢলে গেলেই আদায় করতেন। আর আসর (এমন সময় যে, সালাতের শেষে) কোন ব্যক্তি সূর্য সজীব থাকতে থাকতেই মদীনার প্রান্ত সীমায় ফিরে আসতে পারত। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। আর তিনি ইশা রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে কোন দ্বিধা করতেন না। এবং ইশার আগে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলা তিনি পসন্দ করতেন না। আর তিনি ফজর আদায় করতেন এমন সময় যে, সালাত শেষে ফিরে যেতে লোকেরা তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এর দু' রাকাআতে অথবা রাবী বলেছেন, এক রাকাআতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত পড়তেন।

٧٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَااَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفٰى عَنَّا اَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَاِنْ لَمْ تَزِدْ عَلٰى اُمِّ الْقُرْاٰنِ اَجْزَاَتْ وَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ .

৭৩৬ মুসাদ্দাদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরাআত পড়া হয়। তবে যে সব সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের শুনিয়ে পড়ব। আর যে সব সালাতে আমাদের না শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের না শুনিয়ে পড়ব। যদি তোমরা সূরা ফাতিহার চাইতে বেশী না পড়, সালাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি বেশী পড় তা উত্তম।[১]

٤٩٧. بَابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ بِالطُّوْرِ

৪৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতে স্বশব্দে কিরাআত। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি লোকদের পিছনে তাওয়াফ করছিলাম। নবী ﷺ তখন সালাত আদায় করছিলেন এবং সূরা তূর পাঠ করছিলেন।

১. এ হলো ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, অন্যান্য হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব।

banglainternet.com

৭৩৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ عَامِدِيْنَ اِلٰى سُوْقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ اِلٰى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوْا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ اِلَّا شَىْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوْا مَاهٰذَا الَّذِىْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِيْنَ اِلٰى سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهٖ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ اسْتَمَعُوْا لَهٗ ، فَقَالُوْا هٰذَا وَاللّٰهِ الَّذِىْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ حِيْنَ رَجَعُوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ ، وَقَالُوْا يَا قَوْمَنَا : اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهٖ : قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَاِنَّمَا اُوْحِىَ اِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ .

৭৩৭ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। আর দুষ্ট জিন্নদের[১] উর্ধলোকের সংবাদ সংগ্রহের পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় এবং তাদের দিকে অগ্নিপিন্ড নিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই শয়তানরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসে। তারা জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কি হয়েছে ? তারা বলল, আমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে এবং আমাদের দিকে অগ্নিপিন্ড ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটেছে বলেই তোমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বিচরণ করে দেখ, কী কারণে তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে ? তাই তাদের যে দলটি তিহামার দিকে গিয়েছিল, তারা নবী করীম ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হল। তিনি তখন উকায বাজারের পথে নাখ্‌লা নামক স্থানে সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। তারা যখন কুরআন শুনতে পেল, তখন সেদিকে মনোনিবেশ করল। তারপর তারা বলে উঠল, আল্লাহ্‌র শপথ! এটিই তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এমন সময় যখন তারা সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল এবং বলল হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি এবং কখনো আমরা আমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক স্থির করব না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর প্রতি '.....قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ' সূরা নাযিল করেন। মূলত তাঁর নিকট জিন্নদের বক্তব্যই ওহীরূপে নাযিল করা হয়েছে।

banglainternet.com

১. হাদীসে উল্লেখিত "শায়াতীন" (شياطين) শব্দটি দুষ্ট প্রকৃতির জিন্নদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

٧٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

৭৩৮ মুসাদ্দাদ (র.)......ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যেখানে কিরাআত পড়ার[১] জন্য নির্দেশ পেয়েছেন, সেখানে পড়েছেন। আর যেখানে চুপ করে থাকতে[২] নির্দেশ পেয়েছেন সেখানে চুপ করে থেকেছেন। (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ "নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

৪৯৭. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّوْرَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُوْرَةٍ قَبْلَ سُوْرَةٍ وَبِأَوَّلِ سُوْرَةٍ ،

وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنُوْنَ فِي الصُّبْحِ حَتّٰى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ أَوْ ذِكْرُ عِيْسٰى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى بِمِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ الْمَثَانِيْ وَقَرَأَ الْأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُوْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوْسُفَ أَوْ يُوْنُسَ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلّٰى مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الصُّبْحَ بِهِمَا ، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِأَرْبَعِيْنَ آيَةً مِنَ الْأَنْفَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَقَالَ قَتَادَةُ فِيْمَنْ يَقْرَأُ سُوْرَةً وَاحِدَةً فِيْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُوْرَةً وَاحِدَةً فِيْ رَكْعَتَيْنِ كُلٌّ كِتَابُ اللّٰهِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا تُقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً أُخْرٰى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوْا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهٰذِهِ السُّوْرَةِ ثُمَّ لَا تَرٰى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتّٰى تَقْرَأَ بِأُخْرٰى فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرٰى ، فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذٰلِكَ فَعَلْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوْا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلٰى لُزُوْمِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّيْ أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ .

banglainternet.com

১. অর্থাৎ সশব্দে পড়ার। ২. নিঃশব্দে পড়ার।

৪৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ এক রাকাআতে দু' সূরা মিলিয়ে পড়া, সূরার শেষাংশ পড়া, এক সূরার আগে আরেক সূরা পড়া এবং সূরার প্রথমাংশ পড়া। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সায়িব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফজরের সালাতে সূরা মু'মিনূন পড়তে শুরু করেন। যখন মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) বা ঈসা (আ.)–এর আলোচনা এল, তাঁর কাশি উঠল আর তখন তিনি রুকূ'তে চলে গেলেন। উমর (রা.) প্রথম রাকাআতে সূরা বাকারার একশ' বিশ আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে মাসানী[১] সূরাসমূহের কোন একটি তিলাওয়াত করেন। আহনাফ (র.) প্রথম রাকাআতে সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইউসুফ বা সূরা ইউনুস[২] তিলাওয়াত করেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উমর (রা.)–এর পিছনে এ দু'টি সূরা দিয়ে ফজরের সলাত আদায় করেন। ইব্ন মাসউদ (রা.) (প্রথম রাক–আতে) সূরা আনফালের চল্লিশ আয়াত পড়েন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে মুফাস্সাল[৩] সূরা সমূহের একটি পড়েন। যে ব্যক্তি দু' রাকাআতে একই সূরা ভাগ করে পড়ে বা দু' রাকাআতে একই সূরা দুহরিয়ে পড়ে। তার সম্পর্কে কাতাদা (রা.) বলেন, সবই মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব।(অর্থাৎ এতে কোন দোষ নেই)। উবায়দুল্লাহ্ (রা.) কুবার মসজিদে তাঁদের ইমামতি করতেন।[৪] তিনি সশব্দে কিরা–আত পড়া হয় এমন কোন সালাতে যখনই কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরা দ্বারা শুরু করতেন। তা শেষ করে অন্য একটি সূরা এর সাথে মিলিয়ে পড়তেন। আর প্রতি রাকাআতেই তিনি এরূপ করতেন। তাঁর সঙ্গীরা এ ব্যাপারে তাঁর কাছে বললেন যে, আপনি এ সূরাটি দিয়ে শুরু করেন, এটি যথেষ্ট হয় বলে আপনি মনে করেন না তাই আর একটি সূরা মিলিয়ে পড়েন। হয় আপনি এটিই পড়বেন, না হয় এটি বাদ দিয়ে অন্যটি পড়বেন। তিনি বললেন, আমি এটি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। আমার এভাবে ইমামতি করা যদি আপনারা অপসন্দ করেন, তাহলে আমি আপনাদের ইমামতি ছেড়ে দেব। কিন্তু তাঁরা জানতেন যে, তিনি তাদের মাঝে উত্তম। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাদের ইমামতি করুক এট তাঁরা অপসন্দ করতেন। পরে নবী করীম যখন তাঁদের এখানে আগমন করেন, তাঁরা বিষয়টি নবী করীম ﷺ–কে জানান। তিনি বললেন, হে, অমুক! তোমার সঙ্গীগণ যা বলেন তা করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দেয়? আর প্রতি রাকাআতে এ সূরাটি বাধ্যতামূলক করে নিতে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে?

---

১. মাসানী অর্থাৎ একশ' আয়াতের কম আয়াত বিশিষ্ট সূরা। — কিরমানী

২. হানাফী মতে এইরূপ করা মাকরূহ এবং কুরআনের তারতীব রক্ষা করা মুস্তাহাব।

৩. 'মুফাস্সাল' — অর্থাৎ সূরা হুজুরাত থেকে কুরআন মজীদের শেষ সূরা পর্যন্ত।

৪. তাঁর নাম ছিল কুলসুম ইব্ন হিদম।

banglainternet.com

তিনি বললেন, আমি এ সূরাটি ভালবাসি। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ এ সূরার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।।

٧٣٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِيْ رَكْعَةٍ ، فَقَالَ هٰذًا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ .

৭৩৯ আদম (র.).....আবূ ওয়াইল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন মাসঊদ (রা.)-এর নিকট এসে বলল, গতরাতে আমি মুফাস্সাল সূরাগুলো এক রাকাআতেই তিলাওয়াত করেছি। তিনি বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই কবিতার ন্যায় দ্রুত পড়েছ। নবী করীম ﷺ পরস্পর সমতুল্য যে সব সূরা মিলিয়ে পড়তেন, সেগুলো সম্পর্কে আমি জানি। এ বলে তিনি মুফাস্সাল সূরাসমূহের বিশটি সূরার কথা উল্লেখ করে বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতি রাকাআতে এর দু'টি করে সূরা পড়তেন।

٤٩٨. بَابُ يَقْرَأُ فِي الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৪৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ শেষ দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহাহ্ পড়া।

٧٤٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْاُوْلَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِي الصُّبْحِ .

৭৪০ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আবূ কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহরের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং তিনি কোন কোন আয়াত আমাদের শোনাতেন, আর তিনি প্রথম রাকাআতে যতটুকু দীর্ঘ করতেন, দ্বিতীয় রাকাআতে ততটুকু দীর্ঘ করতেন না। এরূপ করতেন আসরে এবং ফজরেও।

٤٩٩. بَابُ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

৪৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরে ও আসরে নিঃশব্দে কিরাআত পড়া।

٧٤١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ قُلْتُ لِخَبَّابٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مِنْ اَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

banglainternet.com

৭৪১ কুতাইবা (র.).....আবূ মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে বুঝলেন ? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ি মুবারকের নড়াচড়া দেখে।

٥٠٠. بَابُ إِذَا أَسْمَعَ الْإِمَامُ الْآيَةَ

৫০৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম আয়াত শুনিয়ে পাঠ করলে।

٧٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى .

৭৪২ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহর ও আসরের সালাতের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে আরেকটি সূরা পড়তেন। কখনো কোন কোন আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন এবং তিনি প্রথম রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করতেন।

٥٠١. بَابُ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

৫০৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম রাকাআতে কিরাআতে দীর্ঘ করা।

٧٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَفْعَلُ ذَالِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ .

৭৪৩ আবূ নু'আইম (র.).....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহরের সালাতের প্রথম রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করতেন ও দ্বিতীয় রাকাআতে সংক্ষিপ্ত করতেন এবং এরূপ করতেন ফযরের সালাতেও।

٥٠٢. بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ آمِينَ دُعَاءٌ أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الْإِمَامَ لَا تَفُتْنِي بِآمِينَ ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا

৫০২. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সশব্দে 'আমীন' বলা। আতা (র.) বলেন, 'আমীন' হল দু'আ। তিনি আরও বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা.) ও তাঁর পিছনের মুসল্লীগণ এমনভাবে 'আমীন' বলতেন যে, মসজিদে গুমগুম আওয়ায হতো। আবূ হুরায়রা

banglainternet.com

(রা.) ইমামকে ডেকে বলতেন, আমাকে 'আমীন' বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না। নাফি' (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) কখনই 'আমীন' বলা ছাড়তেন না এবং তিনি তাদের (আমীন বলার জন্য) উৎসাহিত করতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনেছি।

٧٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ .

৭৪৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা, যার 'আমীন' (বলা) ও ফিরিশ্‌তাদের 'আমীন' (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মা'ফ করে দেওয়া হয়। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও 'আমীন' বলতেন।

٥٠٣. بَابُ فَضْلِ التَّأْمِيْنِ

৫০৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'আমীন' বলার ফযীলত।

٧٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ اِحْدٰاهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ (সালাতে) 'আমীন' বলে, আর আসমানে ফিরিশ্‌তাগণ 'আমীন' বলেন এবং উভয়ের 'আমীন' একই সময় হলে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মা'ফ করে দেওয়া হয়।

٥٠٤. بَابُ جَهْرِ الْمَأْمُوْمِ بِالتَّأْمِيْنِ

৫০৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুক্‌তাদীর সশব্দে 'আমীন' বলা।

٧٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

banglainternet.com

وَنُعَيْمُ الْمُجْمِرُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৭৪৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম ' غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ' পড়লে তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা, যার এ (আমীন) বলা ফিরিশ্‌তাদের (আমীন) বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র.) আবূ সালামা (র.) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে এবং নু'আইম- মুজমির (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুমাই (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٥٠٥. بَابُ اِذَا رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ

৫০৫. অনুচ্ছেদ ঃ কাতারে পৌঁছার আগেই রুকূ'তে চলে গেলে।

٧٤٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْاَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ .

৭৪৭ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আবূ বাক্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর কাছে এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে, নবী ﷺ তখন রুকূ'তে ছিলেন। তখন কাতার পর্যন্ত পৌঁছার আগেই তিনি রুকূ'তে চলে যান। এ ঘটনা নবী ﷺ-এর কাছে ব্যক্ত করা হলে, তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিন। তবে এরূপ আর করবে না।

٥٠٦. بَابُ اِتْمَامِ التَّكْبِيْرِ فِي الرُّكُوْعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

৫০৬. অনুচ্ছেদঃ রুকূ'তে তাকবীর পূর্ণভাবে বলা। এ ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয় মালিক ইব্ন হুওয়ারিস (রা.) থেকেও রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

٧٤٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلّٰى مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هٰذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّهُ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ .

banglainternet.com

৭৪৮ ইসহাক ওয়াসিতী (র.).....ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বসরায় আলী (রা.)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, ইনি (আলী (রা.) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -

এর সঙ্গে আদায়কৃত সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ প্রতিবার (মাথা) উঠাতে ও নামাতে তাক্‌বীর বলতেন।

٧٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّيْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৪৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাদের সঙ্গে সালাত আদায় করতেন এবং প্রতিবার উঠা বসার সময় তাক্‌বীর বলতেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার সালাতই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

٥٠٧. بَابُ اِتْمَامِ التَّكْبِيْرِ فِي السُّجُوْدِ

৫০৭. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার তাক্‌বীর পূর্ণভাবে বলা।

٧٥٠ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ كَبَّرَ ، وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ اَخَذَ بِيَدِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِيْ هٰذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ صَلّٰى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৫০ আবূ নু'মান (র.).....মুতাররিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.)-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন সিজ্‌দায় গেলেন তখন তাক্‌বীর বললেন, সিজ্‌দা থেকে যখন মাথা উঠালেন তখনও তাক্‌বীর বললেন, আবার দু' রাকাআতের পর যখন দাঁড়ালেন তখনও তাক্‌বীর বললেন। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন তখন ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) আমার হাত ধরে বললেন, ইনি (আলী রা.) আমাকে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বা তিনি বলেছিলেন, আমাদের নিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করেছেন।

٧٥١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَاِذَا وَضَعَ فَاَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوَ لَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ لَا اُمَّ لَكَ .

banglainternet.com

৭৫১ আমর ইব্‌ন আওন (র.).....ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাকামে (ইবরাহীমের নিকট) এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, প্রতিবার উঠা ও ঝুঁকার সময় এবং দাঁড়ানো ও বসার সময়

তাক্‌বীর বলছেন। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে একথা জানালে তিনি বললেন, তুমি মাতৃহীন হও,[১] একি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত নয়?

٥٠٨. بَابُ التَّكْبِيْرِ اِذَا قَامَ مِنَ السُّجُوْدِ

৫০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দা থেকে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলা।

٧٥٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّهُ اَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ سُنَّةُ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ .

৭৫২ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.).....ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা শরীফে এক বৃদ্ধের পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি বাইশবার তাক্‌বীর বললেন। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে বললাম, লোকটি তো আহ্‌মক। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। এ যে আবুল কাসিম ﷺ-এর সুন্নাত। মূসা (র.) বলেন, আবান (র.) কাতাদা (র.) সূত্রেও ইকরিমা (রা.) থেকে এ হাদীসটি সরাসরি বর্ণনা করেছেন।

٧٥٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ .

৭৫৩ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আরম্ভ করার সময় দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর বলতেন। এরপর রুকূ'তে যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলতেন, আবার যখন রুকূ' থেকে পিঠ সোজা করে উঠতেন তখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলতেন, তারপর দাঁড়িয়ে ' رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন। এরপর সিজ্‌দায় যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলতেন। এবং যখন মাথা উঠাতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন। আবার (দ্বিতীয়) সিজ্‌দায় যেতে তাক্‌বীর বলতেন এবং পুনরায় মাথা উঠাতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন। এভাবেই তিনি পুরো সালাত শেষ করতেন। আর দ্বিতীয়

১. ইহা তিরস্কার স্বরূপ বলা হয়েছে, খারাপ উদ্দেশ্যে নয়।

banglainternet.com

রাকাআতের বৈঠক শেষে যখন (তৃতীয় রাকাআতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ্ (র.) লাইস (র.) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করতে ' وَلَكَ الْحَمْدُ ' উল্লেখ করেছেন।

٥٠٩. بَابُ وَضْعِ الْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ وَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ فِيْ أَصْحَابِهِ أَمْكَنَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

৫০৯. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ'তে হাঁটুর উপর হাত রাখা। আবূ হুমাইদ (রা.) তাঁর সঙ্গীদের সামনে বলেছেন, নবী ﷺ (রুকূ'র সময়) দু' হাত দিয়ে উভয় হাঁটুতে ভর দিতেন।

٧٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِيْ فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِيْ أَبِيْ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ .

৭৫৪ আবুল ওয়ালীদ (র.).....মুসআব ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। এবং (রুকূ'র সময়) দু' হাত জোড় করে উভয় উরুর মাঝে রাখলাম। আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন,পূর্বে আমরা এরূপ করতাম; পরে আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং হাত হাঁটুর উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

٥١٠. بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوْعَ

৫১০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ সঠিকভাবে রুকূ' না করে।

٧٥٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ قَالَ مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِيْ فَطَرَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ .

৭৫৫ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র.).....যায়িদ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে রুকূ' ও সিজ্‌দা ঠিকমত আদায় করছে না। তিনি তাকে বললেন, তোমার সালাত হয়নি। যদি তুমি (এই অবস্থায়) মারা যাও, তা হলে আল্লাহ্ কর্তৃক মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রদত্ত আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে।

٥١١. بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوْعِ . وَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ فِيْ أَصْحَابِهِ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

৫১১. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ'তে পিঠ সোজা রাখা। আবূ হুমাইদ (রা.) তাঁর সঙ্গীদের সামনে বলেছেন, নবী ﷺ রুকূ' করতেন এবং রুকূ'তে পিঠ সোজা রাখতেন।

banglainternet.com

٥١٢. بَابُ حَدِّ اِتْمَامِ الرُّكُوْعِ وَالْاِعْتِدَالِ فِيْهِ وَالْاِطْمَانِيْنَةِ

৫১২. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ' পূর্ণ করার সীমা এবং এতে মধ্যম পন্থা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন।

٧٥٦ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِىِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ .

৭৫৬ বাদাল ইব্‌ন মুহাব্বার (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ব্যতীত নবী ﷺ-এর রুকূ' সিজ্‌দা এবং দু' সিজ্‌দার মধ্যবর্তী সময় এবং রুকূ' থেকে উঠে দাঁড়ানো, এগুলো প্রায় সমপরিমাণ ছিল।

٥١٣. بَابُ اَمْرِ النَّبِىِّ ﷺ الَّذِىْ لاَيُتِمُّ رُكُوْعَهُ بِالْاِعَادَةِ

৫১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সঠিক রুকূ' করেনি তাকে পুণরায় সালাত আদায়ের জন্য নবী ﷺ -এর নির্দেশ।

٧٥٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا فَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا اَحْسَنَ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِىْ قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا . ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا . ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا . ثُمَّ افْعَلْ ذَالِكَ فِىْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا .

৭৫৭ মুসাদ্দাদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একসময়ে নবী ﷺ মসজিদে তাশরীফ আনলেন, তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলো। তারপর সে নবী ﷺ -কে সালাম করলো। নবী ﷺ তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর, কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। লোকটি আবার সালাত আদায় করল এবং পুনরায় এসে নবী ﷺ -কে সালাম দিল। তিনি বললেন ঃ আবার গিয়ে সালাত আদায় কর, কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তারপর লোকটি বলল, সে মহান সত্তার শপথ ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চেয়ে সুন্দর সালাত আদায় করতে জানিনা। কাজেই, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন ঃ যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তখন তাক্‌বীর

banglainternet.com

বলবে। তারপর কুরআন থেকে যতটুকু তোমার পক্ষে সহজ ততটুকু পড়বে। এরপর রুকূ'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ' আদায় করবে। তারপর রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। ধীরস্থিরভাবে সিজ্‌দা করবে। এরপর সিজ্‌দা থেকে উঠে স্থিরভাবে বসবে এবং পুনরায় সিজ্‌দায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজ্‌দা করবে। তারপর পূর্ণ সালাত এভাবে আদায় করবে।

٥١٤. بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوْعِ

৫১৪. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ'তে দু'আ।

٧٥٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ .

৭৫৮ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রুকূ' ও সিজ্‌দায় এ দু'আ পড়তেন ' سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ' হে আমাদের রব আল্লাহ্‌ ! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

٥١٥. بَابُ مَا يَقُوْلُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

৫১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম ও মুক্‌তাদী যা বলবেন।

٧٥٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

৭৫৯ আদম (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলে (রুকূ' থেকে উঠতেন) তখন ' اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন, আর তিনি যখন রুকূ'তে যেতেন এবং রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তাক্‌বীর বলতেন এবং উভয় সিজ্‌দা থেকে যখন দাঁড়াতেন, তখন ' اَللّٰهُ اَكْبَرُ ' বলতেন।

٥١٦. بَابُ فَضْلِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

banglainternet.com

৫১৬. অনুচ্ছেদ ঃ 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ'—এর ফযীলত।

٧٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৬০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ- বলেছেন, ঃ ইমাম যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলেন, তখন তোমরা ' اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে। কেননা, যার এ উক্তি ফিরিশ্‌তাগণের উক্তির সঙ্গে একই সময়ে উচ্চারিত হয়, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

٥١٧. بَابٌ

৫১৭. অনুচ্ছেদ

٧٦١ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَاُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِيْ رَكْعَةِ الْاُخْرٰى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُوْا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ .

৭৬১ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অবশ্যই নবী ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করব। আবূ হুরায়রা (রা.) যুহর, ইশা ও ফজরের সালাতের শেষ রাকাআতে ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলার পর কুনূত পড়তেন। এতে তিনি মু'মিনগণের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফিরদের প্রতি লা'নত করতেন।

٧٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوْتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ .

৭৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে) কুনূত ফজর ও মাগরিবের সালাতে পড়া হত।

٧٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى ابْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّيْ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ اَنَا قَالَ رَاَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ .

banglainternet.com

৭৬৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....রিফা'আ ইব্ন রাফি' যুরাকী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বললেন, তখন পিছন থেকে এক সাহাবী ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ' বললেন। সলাত শেষ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে এরূপ বলেছিল ? সে সাহাবী বললেন, আমি। তখন তিনি বললেন ঃ আমি দেখলাম ত্রিশ জনের বেশী ফিরিশ্‌তা এর সাওয়াব কে আগে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন।

٥١٨. بَابُ اَطْمَأْنِيْنَةِ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ، وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَوٰى جَالِسًا حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ

৫১৮. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর পর স্থির হওয়া। আবূ হুমাইদ (র.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ উঠে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যে, মেরুদণ্ডের হাড় যথাস্থানে ফিরে আসতো।

٧٦٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ اَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّيْ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ نَسِيَ .

৭৬৪ আবুল ওয়ালীদ (র.).....সাবিত (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) আমাদেরকে নবী ﷺ-এর সালাতের বর্ণনা দিলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করে দেখালেন। তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন (এতক্ষণ) দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আমরা মনে করলাম, তিনি (সিজ্‌দার কথা) ভুলে গেছেন।

٧٦٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ ، وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ .

৭৬৫ আবুল ওয়ালীদ (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর রুকূ' ও সিজ্‌দা এবং তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, এবং দু' সিজ্‌দার মধ্যবর্তী সময় সবই প্রায় সমান হত।

٧٦٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِيْنَا كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَذَاكَ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَامَ فَاَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَمْكَنَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْتَصَبَ هُنَيَّةً قَالَ فَصَلّٰى بِنَا صَلاَةَ شَيْخِنَا هٰذَا اَبِيْ بُرَيْدٍ وَكَانَ اَبُوْ بُرَيْدٍ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ اسْتَوٰى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ .

banglainternet.com

৭৬৬ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....আবূ কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা.) নবী ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল তা আমাদের দেখালেন। তারপর রুকূ'তে গেলেন এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ' আদায় করলেন; তারপর তাঁর মাথা উঠালেন এবং কিছুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে আমাদের এই শায়খ আবূ বুরাইদ (র.)-এর ন্যায় সালাত আদায় করলেন। আর আবূ বুরাইদ (র.) দ্বিতীয় সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসতেন, তারপর দাঁড়াতেন।

٥٢٠. بَابُ يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

৫২০. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দায় যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলতে বলতে নত হওয়া। নাফি' (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) সিজ্‌দায় যাওয়ার সময় হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন।

٧٦٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الاِثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ، قَالاَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُوا لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ ، فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ .

৭৬৭ আবুল ইয়ামান (র.).....আবূ বক্‌র ইব্ন আবদুর রাহমান (র.) ও আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা.) রামাযান মাসের সালাত বা অন্য কোন সময়ের সালাত ফরয হোক বা অন্য কোন সালাত হোক, দাঁড়িয়ে শুরু করার সময় তাক্‌বীর বলতেন, আবার রুকূ'তে যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলতেন। তারপর (রুকূ' থেকে উঠার সময়) ' سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলতেন, সিজ্‌দায় যাওয়র পূর্বে ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন। তারপর সিজ্‌দার জন্য অবনত হওয়ার সময়

banglainternet.com

আল্লাহু আকবার বলতেন।আবার সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাক্‌বীর বলতেন। এরপর (দ্বিতীয়) সিজ্‌দায় যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলতেন এবং সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাক্‌বীর বলতেন। দু' রাকাআত আদায় করে দাঁড়ানোর সময় আবার তাক্‌বীর বলতেন। সালাত শেষ করা পর্যন্ত প্রতি রাকা-আতে এইরূপ করতেন। সালাত শেষে তিনি বলতেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ ! তোমাদের মধ্য থেকে আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নবী ﷺএর সালাত এরূপই ছিল। উভয় বর্ণনাকারী (আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান ও আবূ সালামা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺযখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন। আর কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে তাঁদের জন্য দু'আ করতেন। দু'আয় তিনি বলতেন, ইয়া আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ, সালামা ইব্‌ন হিশাম, আইয়্যাস ইব্‌ন আবূ রাবী'আ (রা.) এবং অপরাপর দুর্বল মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন। ইয়া আল্লাহ্! মুদার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াও কঠোর করুন, ইউসুফ (আ)-এর যুগে যেমন খাদ্য সংকট ছিল তাদের জন্যও অনুরূপ খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে দিন। (রাবী বলেন) এ যুগে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী মুদার গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ -এর বিরোধী ছিল।

٧٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَقَطَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُوْدًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا ، وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا ، وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا قَالَ سُفْيَانُ كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَنَا عِنْدَهُ فَجُحِشَ سَاقُهُ الْاَيْمَنُ .

৭৬৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে যান। কোন কোন সময় সুফিয়ান (র.) হাদীস বর্ণনা করার সময় ' عن فرس ' শব্দের স্থলে ' من فرس ' শব্দ বলতেন। ফলে তাঁর ডান পাঁজর আহত হয়ে পড়ে। আমরা তাঁর শুশ্রূষা করার জন্য সেখানে গেলাম। এ সময় সালাতের ওয়াক্ত হল। তিনি আমাদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করলেন, আমরাও বসেই আদায় করলাম। সুফিয়ান (র.) আর একবার বলেছেন, আমরা বসে সালাত আদায় করলাম। সালাতের পর নবী ﷺ বললেন ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে ইক্‌তিদা করার জন্য। তিনি যখন তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, তিনি যখন রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি যখন রুকূ' থেকে উঠেন তখন তোমরাও উঠবে, তিনি যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ

banglainternet.com

حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে। তিনি যখন সিজ্দা করেন, তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। সুফিয়ান (র.) বলেন, মা'মারও কি এরূপ বর্ণনা করেছেন? (আলী (র.) বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। সুফিয়ান (র.) বলেন, তিনি ঠিকই স্মরণ রেখেছেন, এরূপই যুহরী (র.) ' ولك الحمد ' বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান (র.) বলেন, (যুহরীর কাছ থেকে) ডান পাঁজর যখম হওয়ার কথা মুখস্থ করেছিলাম। কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে আসলাম, তখন ইব্ন জুরায়জ (র.) বললেন, আমিও তাঁর কাছে ছিলাম। (তিনি বলেছেন,) নবী ﷺ -এর ডান পায়ের নল যখম হয়েছিল।

৫২০. بَابُ فَضْلِ السُّجُوْدِ

৫২০. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্দার ফযীলত।

٧٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ قَالُوْا لَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَهَلْ تُمَارُوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقَى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوْهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ وَفِيْ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُوْ حَتّٰى إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللّٰهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِآثَارِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ

banglainternet.com

أُخَرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ. فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِيْ
رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِيْ ذَكَاؤُهَا ، فَيَقُوْلُ هَلْ عَسَيْتَ اِنْ فُعِلَ ذَالِكَ بِكَ اَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ
فَيُعْطِي اللّٰهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَاِذَا اَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَاَى بَهْجَتَهَا
سَكَتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِيْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ
وَالْمِيْثَاقَ اَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ لاَ اَكُوْنُ اَشْقَى خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ فَمَا عَسَيْتَ اِنْ
اُعْطِيْتَ ذَالِكَ اَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْأَلُ غَيْرَ ذَالِكَ فَيُعْطِيْ رَبَّهُ مَاشَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ
فَيُقَدِّمُهُ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَاَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُوْرِ ، فَيَسْكُتُ مَاشَاءَ اللّٰهُ
اَنْ يَسْكُتَ ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ
الْعُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ اَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ اُعْطِيْتَ ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِيْ اَشْقَى خَلْقِكَ ، فَيَضْحَكُ اللّٰهُ عَزَّ
وَجَلَّ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِيْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى حَتّٰى اِذَا انْقَطَعَ اُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ زِدْ
مِنْ كَذَا وَكَذَا اَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتّٰى اِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْاَمَانِيُّ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَكَ ذَالِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُوْ
سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ لَكَ ذَالِكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ ،
قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمْ اَحْفَظْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ قَوْلَهُ لَكَ ذَالِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ
ذَالِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ .

৭৬৯ আবুল ইয়ামান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীগণ নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব ? তিনি বললেনঃ মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে ? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেনঃ নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহ্কে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যে যার উপাসনা করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র এ উম্মাহ্, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাদের মাঝে এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন ঃ "আমি তোমাদের রব।" তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের শুভাগমন না হবে, ততক্ষণ আমরা

banglainternet.com

এখানেই থাকব। আর তার যখন শুভাগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের রব।" তারা বলবে, হাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মাত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে ঃ 'اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ' (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম) ইয়া আল্লাহ্, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মতো। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছ ? তারা বলবে, হাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান[১] কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সে কাঁটা লোকের আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে আমলের কারণে। আর কারোর পায়ে যখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, তারপর নাজাত পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক রাহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফিরিশ্তাগণকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহ্র ইবাদত করত, তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। ফিরিশ্তাগণ তাদের বের করে আনবেন এবং সিজ্দার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সিজ্দার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেওয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সিজ্দার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেওয়া হবে ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন। কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রনা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না ত ? সে বলবে, না, আপনার ইয্যতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ্ তা'আলাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। এরপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। তারপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরযার কাছে পৌছে দিন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি ? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচাইতে হতভাগ্য আমি হতে চাই না। আল্লাহ্ তাতক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পূরন করা হলে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো ? সে বলবে না, আপনার ইয্যতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী

banglainternet.com

১. সা'দান চতুর্পার্শ্বে কাঁটা বিশিষ্ট এক প্রকার গাছ, মরু অঞ্চলে জন্মে, যার কাঁটাগুলো বাঁকা হয়ে থাকে। এগুলো উটের খাদ্য।

অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরযায় পৌছবে তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য্য ও তার আভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সে চুপ করে থাকবে। এরপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে আদম সন্তান, কি আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গিকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না ? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচাইতে হতভাগ্য করবেন না। এতে আল্লাহ্ হেসে দেবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার আকাংখা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাংখা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এ সবই তোমার, এ সাথে আরো সমপরিমাণ (তোমাকে দেওয়া হল)। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) আবূ হুরায়রা (রা.)কে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেওয়া হল)। আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুধু এ কথাটি স্মরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে সমপরিমাণ। আবূ সাঈদ (রা.) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরও দশগুণ।

٥٢١. بَابُ يُبْدِيْ ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِيْ فِي السُّجُوْدِ

৫২১. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার সময় দু' বাহু পার্শ্ব দেশ থেকে পৃথক রাখা।

٧٧٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى فَرَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ نَحْوَهُ .

৭৭০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক (র.) যিনি ইব্‌ন বুহাইনা (রা.) তাঁর থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন, তখন উভয় হাত এরূপ করতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ত। লাইস (র.) বলেন, জা'ফর ইব্‌ন রাবী'আ (র.) আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٢. بَابُ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৫২২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে উভয় পায়ের আঙ্গুল কিব্‌লামুখী রাখা। আবূ হুমাইদ (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٥٢٣. بَابُ اِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُوْدَ

৫২৩. অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণভাবে সিজ্‌দা না করলে।

٧٧١ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَاَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

৭৭১ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.).....হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে রুকূ' ও সিজ্‌দা পূর্ণরূপে আদায় করছে না। সে যখন তার সালাত শেষ করল, তখন হুযায়ফা (রা.) তাকে বললেন, তুমি তো সালাত আদায় করনি। আবূ ওয়াইল (র.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছিলেন যে, এভাবে সালাত আদায় করে তুমি যদি মারা যাও, তা হলে মুহাম্মদ ﷺ-এর তরীকা থেকে বিচ্যুত হয়ে মারা যাবে।

٥٢٤. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ

৫২৪. অনুচ্ছেদ ঃ সাত অঙ্গ দ্বারা সিজ্‌দা করা।

٧٧٢ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْضَاءٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ .

৭৭২ কাবীসা (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্‌দা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। (অঙ্গ সাতটি হল) কপাল, দু' হাত, দু' হাঁটু ও দু' পা।

٧٧٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُمِرْنَا اَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَلاَ نَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعَرًا .

৭৭৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমরা সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্‌দা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছি।

٧٧٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْاَرْضِ .

banglainternet.com

৭৭৪ আদম (র.).....বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি অবশ্যই মিথ্যাবাদী ছিলেন না। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর পিছনে সালাত আদায় করতাম। তিনি ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলার পর যতক্ষণ না কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ সিজ্‌দার জন্য পিঠ ঝুঁকাত না।

٥٢٥. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ

৫২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা সিজ্‌দা করা।

٧٧٥ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى اَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ .

৭৭৫ মু'য়াল্লা ইব্‌ন আসাদ (র.)...ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্‌দা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। কপাল দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে এর অন্তর্ভুক্ত করেন, আর দু' হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা। আর আমরা যেন চুল ও কাপড় না গুটাই।

٥٢٦. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ فِي الطِّيْنِ

৫২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা কাদামাটির উপর সিজ্‌দা করা।

٧٧٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ اِلٰى اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ اَلَا تَخْرُجُ بِنَا اِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثْ فَخَرَجَ فَقَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِيْ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ الْاَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ الَّذِيْ تَطْلُبُ اَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ الَّذِيْ تَطْلُبُ اَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيْبًا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَاِنِّيْ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاِنِّيْ نُسِّيْتُهَا وَاِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِيْ وِتْرٍ وَاِنِّيْ رَاَيْتُ كَاَنِّيْ اَسْجُدُ فِيْ طِيْنٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيْدَ النَّخْلِ وَمَا تَرٰى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ فَاُمْطِرْنَا فَصَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ وَالْمَاءِ عَلٰى جَبْهَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَرْنَبَتِهِ تَصْدِيْقَ رُؤْيَاهُ .

banglainternet.com

৭৭৬ মূসা (র.).....আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাদের সঙ্গে খেজুর বাগানে চলুন, (হাদীস সংক্রান্ত) আলাপ আলোচনা করব। তিনি বেরিয়ে আসলেন। আবূ সালামা (রা.) বলেন, আমি তাকে বললাম, 'লাইলাতুল কাদ্‌র' সম্পর্কে নবী করীম ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযানের প্রথম দশ দিন ই'তিকাফ করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ করলাম। জিব্‌রাঈল (আ.) এসে বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ই'তিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ করলাম। পুনরায় জিব্‌রাঈল (আ.) এসে বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। এরপর রামাযানের বিশ তারিখ সকালে নবী করীম ﷺ খুত্‌বা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, যারা আল্লাহ্‌র নবীর সঙ্গে ই'তিকাফ করেছেন, তারা যেন ফিরে আসেন (আবার ই'তিকাফ করেন) কেননা, আমাকে স্বপ্নে 'লাইলাতুল কাদ্‌র' অবগত করানো হয়েছে। তবে আমাকে তা (নির্ধারিত তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা শেষ দশ দিনের কোন এক বেজোড় তারিখে। স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি কাদা ও পানির উপর সিজ্‌দা করছি। তখন মসজিদের ছাদ খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা আকাশে কোন কিছুই (মেঘ) দেখিনি, এক খন্ড হালকা মেঘ আসল এবং আমাদের উপর (বৃষ্টি) বর্ষিত হল। নবী করীম ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন কি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কপাল ও নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাঁদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। এভাবেই তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো।

٥٢٧. بَابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

৫২৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে গিরা লাগানো ও তা বেঁধে নেওয়া এবং সতর প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় কাপড় জড়িয়ে নেওয়া।

٧٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوا أُزُرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .

৭৭৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র.).....সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন। কিন্তু ইযার বা লুঙ্গী ছোট হওয়ার কারণে তা গলার সাথে বেঁধে নিতেন। আর মহিলাগণকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তোমরা সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষগণ ঠিকমত না বসবে।

banglainternet.com

٥٢٨. بَابُ لاَ يَكُفُّ شَعَرًا

৫২৮. অনুচ্ছেদ ঃ (সালাতের মধ্যে মাথার) চুল একত্র করবে না।

٧٧٨ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلاَ شَعْرَهُ .

৭৭৮ আবূ নু'মান (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ . সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সিজ্‌দা করতে এবং সালাতের মধ্যে চুল একত্র না করতে এবং কাপড় টেনে না ধরতে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

٥٢٩. بَابُ لاَ يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلاَةِ

৫২৯ . অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে কাপড় টেনে না ধরা।

٧٧٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُمِرْ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ لاَ أَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا .

৭৭৯ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমি সাত অঙ্গে সিজ্‌দা করার, সালাতের মধ্যে চুল একত্র না করার এবং কাপড় টেনে না ধরার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

٥٣٠. بَابُ التَّسْبِيْحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُوْدِ

৫৩০. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দায় তাস্‌বীহ্ ও দু'আ পাঠ।

٧٨٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْاٰنَ .

৭৮০ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর রুকূ' ও সিজ্‌দায় অধিক পরিমাণে " سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ " "হে আল্লাহ ! হে আমাদের রব! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন" পাঠ করতেন। এতে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন।[১]

---

১. এর দ্বারা সূরা নাসর–এর ৩ নং আয়াত " فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا " (আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তো তাওবা কবূলকারী) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

banglainternet.com

٥٣١. بَابُ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৫৩১. অনুচ্ছেদ ঃ দু' সিজ্‌দার মধ্যে অপেক্ষা করা।

٧٨١ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو ابْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هٰذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

৭৮১ আবূ নু'মান (র.).....আবূ কিলাবা (র.) থেকে বর্ণিত যে, মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিস (রা.) তাঁর সাথীদের বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আমি কি তোমাদের অবহিত করব না ? (রাবী) আবূ কিলাবা (র.) বলেন, এ ছিল সালাতের সময় ছাড়া অন্য সময়। তারপর তিনি (সালাতে) দাঁড়ালেন, তারপর রুকূ' করলেন, এবং তাক্‌বীর বলে মাথা উঠালেন আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজ্‌দায় গেলেন এবং সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বসে পুনরায় সিজ্‌দা করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এভাবে তিনি আমাদের এ শায়খ আমর ইব্‌ন সালিমার সালাতের মত সালাত আদায় করলেন। আইয়ূব (র.) বলেন, আমর ইব্‌ন সালিমা (র.) এমন কিছু করতেন যা অন্যদের করতে দেখিনি। তা হল তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকাআতে বসতেন। মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ -এর নিকট এসে কিছু দিন অবস্থান করলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে ফিরে যাওয়ার পর অমুক সালাত অমুক সময়, অমুক সালাত অমুক সময় আদায় করবে। সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতী করবে।

٧٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

৭৮২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রাহীম (র.).....বারাআ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর সিজ্‌দা ও রুকূ' এবং দু' সিজ্‌দার মধ্যে বসা প্রায় সমান হতো।

banglainternet.com

٧٨٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لاَ

أَلَوْا أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ .

৭৮৩ সুলাইমান ইব্‌ন হারব্‌ (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে যে ভাবে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি, কম বেশী না করে আমি তোমাদের সে ভাবেই সালাত আদায় করে দেখাব। সাবিত (র.) বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) এমন কিছু করতেন যা তোমাদের করতে দেখিনা। তিনি রুকূ' হতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এত বিলম্ব করতেন যে, কেউ বলত, তিনি (সিজ্‌দার কথা) ভুলে গেছেন।

٥٢٢. بَابُ لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُوْدِ وَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا

৫৩২. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দায় কনুই বিছিয়ে না দেওয়া। আবূ হুমাইদ (রা.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ সিজ্‌দা করেছেন এবং তাঁর দু' হাত রেখেছেন, কিন্তু বিছিয়েও দেননি আবার তা গুটিয়েও রাখেন নি।

٧٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ .

৭৮৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সিজ্‌দায় (অঙ্গ প্রত্যঙ্গের) সামঞ্জস্য রক্ষা কর এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দু' হাত বিছিয়ে না দেয় যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয়।

٥٢٣. بَابُ مَنِ اسْتَوٰى قَاعِدًا فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

৫৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের বেজোড় রাকাআতে সিজ্‌দা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো।

٧٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا .

৭৮৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্‌ (র.)......মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিস লাইসী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর সালাতের বেজোড় রাকাআতে (সিজ্‌দা থেকে) উঠে না বসে দাঁড়াতেন না।

banglainternet.com

٥٣٤. بَابُ كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

৫৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ রাকাআত শেষে কিভাবে জমিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবে।

٧٨٦ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هٰذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلٰكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هٰذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذٰلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ .

৭৮৬ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র.).....আবূ কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন হুয়াইরিস (রা.) এসে আমাদের এ মসজিদে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। এখন আমার সালাত আদায়ের কোন ইচ্ছা ছিল না, তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যে ভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি তা তোমাদের দেখাতে চাই। আইয়ূব (র.) বলেন, আমি আবূ কিলাবা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর (মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.)-এর সালাত কিরূপ ছিল ? তিনি (আবূ কিলাবা (র.) বলেন, আমাদের এ শায়খ অর্থাৎ আম্র ইব্ন সালিমা (রা.)-এর সালাতের মত। আইয়ুব (র.) বললেন, শায়খ তাক্বীর পূর্ণ বলতেন এবং যখন দ্বিতীয় সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠাতেন তখন বসতেন, তারপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

٥٣٥. بَابُ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ

৫৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু' সিজ্‌দার শেষে উঠার সময় তাক্বীর বলবে। ইব্ন যুবায়র (রা.) উঠার সময় তাক্বীর বলতেন।

٧٨٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

৭৮৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালিহ্ (র.).....সায়ীদ ইব্ন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ সায়ীদ (রা.) সালাতে আমাদের ইমামতী করেন। তিনি প্রথম সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠানোর সময়, দ্বিতীয় সিজ্‌দা করার সময়, দ্বিতীয় সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং দু' রাকাআত শেষে

banglainternet.com

(তাশাহ্হুদের বৈঠকের পর) দাঁড়ানোর সময় স্বশব্দে তাক্‌বীর বলেন। তিনি বলেন, আমি এভাবেই নবী ﷺ-কে (সালাত আদায় করতে) দেখেছি।

٧٨٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرَانُ صَلاَةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَاِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ اَخَذَا عِمْرَانُ بِيَدِيْ فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هٰذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِيْ هٰذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৮৮ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র.)..মুতাররিফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও ইমরান (রা.) একবার আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.)-এর পিছনে সালাত আদায় করি। তিনি সিজ্‌দা করার সময় তাক্‌বীর বলেছেন। উঠার সময় তাক্‌বীর বলেন এবং দু' রাকাআত শেষে দাঁড়ানোর সময় তাক্‌বীর বলেছেন। সালাম ফিরানোর পর ইমরান (র.) আমার হাত ধরে বললেন, ইনি তো (আলী) আমাকে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাত স্মরণ করিয়ে দিলেন।

٥٣٦. بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوْسِ فِي التَّشَهُّدِ وَكَانَتْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِيْ صَلاَتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيْهَةً

৫৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদে বসার পদ্ধতি। উম্মু দারদা (রা.) তাঁর সালাতে পুরুষের মত বসতেন, তিনি ছিলেন দীন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানী।

٧٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ اِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ - وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ فَنَهَانِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِيَ الْيُسْرٰى فَقُلْتُ اِنَّكَ تَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّ رِجْلَيَّ لاَتَحْمِلاَنِيْ .

৭৮৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.)কে সালাতে আসন পিড়ি করে বসতে দেখেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমিও সেরূপ করলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) আমাকে নিষেধ করলেন এবং তিনি বললেন, সালাতে (বসার) সুন্নাত তরীকা হল তুমি ডান পা খাড়া করবে এবং বাঁ পা বিছিয়ে রাখবে। তখন আমি বললাম, আপনি এরূপ করেন ? তিনি বললেন, আমার দু' পা আমার ভার বহণ করতে পারে না।

٧٩٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ وَيَزِيْدُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ

banglainternet.com

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اَنَا كُنْتُ اَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُهُ اِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ اَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ اسْتَوَى حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَاِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَاِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْاُخْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى مَقْعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيْدَ بْنَ اَبِيْ حَبِيْبٍ وَيَزِيْدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنَ ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ ابْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارٍ .

৭৯০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর এবং লায়স (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -এর একদল সাহাবীর সঙ্গে বসা ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন আবূ হুমাইদ সায়ীদী (রা.) বলেন, আমিই তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে বেশী স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি (সালাত শুরু করার সময়) তিনি তাক্বীর বলে দু' হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকূ' করতেন তখন দু' হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন। তারপর রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যাতে মেরুদন্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসত। এরপর যখন সিজ্দা করতেন তখন দু' হাত সম্পূর্ণভাবে মাটির উপর বিছিয়ে দিতেন না, আবার গুটিয়েও রাখতেন না। এবং তাঁর উভয় পায়ের আঙ্গুলীর মাথা কেবলামুখী করে দিতেন। যখন দু' রাকাআতের পর বসতেন তখন বাঁ পা-এর উপর বসে ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং যখন শেষ রাকাআতে বসতেন তখন বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতেন।

লায়স (র.).....ইব্ন আতা (র.) থেকে হাদীসটি শুনেছেন। আবূ সালিহ্ (র.) লায়স (র.) থেকে ' كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ' বলেছেন। আর ইব্ন মুবারক (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র.) থেকে শুধু ' كُلُّ فَقَارٍ ' বর্ণনা করেছেন।

٥٣٧. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الْاَوَّلَ وَاجِبًا لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

৫৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ যারা প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন। কেননা, নবী ﷺ দু' রাকাআত শেষে (তাশাহ্হুদ না পড়ে) দাঁড়ালেন এবং আর (বসার জন্য) ফেরেন নি।

banglainternet.com

٧٩١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمِ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ .

৭৯১ আবুল ইয়ামান (র.).....বনূ আবদুল মুত্তালিবের আযাদকৃত দাস এবং রাবী কোন সময়ে বলেছেন রাবীয়া ইব্ন হারিসের আযাদকৃত দাস, আবদুর রাহমান ইব্ন হুরমুয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বনূ আব্দ মানাফের বন্ধু গোত্র আয্দ শানআর লোক আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুহাইনা (রা.) যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী-গণের অন্যতম। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন। তিনি প্রথম দু' রাকাআত পড়ার পর না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ ভাবে সালাতের শেষভাগে মুক্তাদীগণ সালামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু নবী ﷺ বসাবস্থায় তাক্বীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু' বার সিজ্দা করলেন, পরে সালাম ফিরালেন।

٥٣٨. بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الْأُولَى

৫৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ করা।

٧٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

৭৯২ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক (রা.) যিনি ইব্ন বুহাইনা, তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন। দু' রাকাআত পড়ার পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন অথচ তাঁর বসা জরুরী ছিল। তারপর সালাতের শেষভাগে বসে তিনি দু'টো সিজ্দা করলেন।

٥٣٩. بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الْآخِرَةِ

৫৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া।

٧٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ

banglainternet.com

النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمُوْهَا اَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

৭৯৩ আবূ নু'আইম (র.).....শাকীক ইব্ন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা.) বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ -এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা বলতাম, "আস্‌সালামু আলা জিব্‌রীল ওয়া মিকাইল এবং আস্‌সালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্ নিজেই তো সালাম, তাই যখন তোমরা কেউ সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন বলে[১]– اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ[২] কেননা, যখন তোমরা এ বলবে তখন আসমান ও যমীনের আল্লাহ্‌র সকল নেক বান্দার কাছে পৌঁছে যাবে। এর সঙ্গে ও পড়বে।

٥٤٠. بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

৫৪০. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পূর্বে দু'আ।

٧٩٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ سَمِعْتُ خَلَفَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ فِى الْمَسِيْحِ وَالْمَسِيْحِ لَيْسَ بَيْنَمَا فَرْقٌ وَهُوَ وَاعِدٌ اَحَدُهُمَا عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْاٰخَرُ الدَّجَّالُ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِى صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ .

১. তাশাহহুদের অর্থঃ সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহ্‌র সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক।

২. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

banglainternet.com

৭৯৪ আবুল ইয়ামান (র.).....উরওয়া ইবন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে এ বলে দু'আ করতেন اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ "কবরের আযাব থেকে, মাসীহে দাজ্জালের ফিত্না থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে ইয়া আল্লাহ্! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ্! গুনাহ্ ও ঋণগ্রস্ততা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি কতই না ঋণগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.) বলেন, খালফ ইবন আমির (র.)-কে বলতে আমি শুনেছি যে مَسِيْحٌ ও مَسِيْحٌ এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় শব্দই সমার্থবোধক তবে একজন হলেন ঈসা (আ.) এবং অপর ব্যক্তি হলো দাজ্জাল। যুহরী (র.) বলেছেন, উরওয়া ইবন যুবাইর (র.) আয়িশা (রা.) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাতে মধ্যে মধ্যে দাজ্জালের ফিত্না থেকে (আল্লাহ্র নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

৭৯৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْبِهِ فِىْ صَلَاتِىْ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

৭৯৫ কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....আবূ বাকর সিদ্দীক (র.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, আমাকে সালাতে পাঠ করার জন্য একটি দু'আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দু'আটি বলবে- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ "ইয়া আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

٥٤١. بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

৫৪১. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদের পর যে দু'আটি বেছে নেওয়া হয়, অথচ তা ওয়াজিব নয়।

৭৯৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتَقُوْلُوْا

banglainternet.com

السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمُوْهَا اَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ فِى السَّمَاءِ اَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْ .

৭৯৬ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা এ ছিল যে, যখন আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাতে থাকতাম, তখন আমরা বলতাম, বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ্র প্রতি সালাম। সালাম অমুকের প্রতি, সালাম অমুকের প্রতি। এতে নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি সালাম, তোমরা এরূপ বল না। কারণ আল্লাহ্ নিজেই সালাম। বরং তোমরা বল- اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ (সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাগণের প্রতি)। তোমরা যখন তা বলবে তখন আসমান বা আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহ্র প্রত্যেক বান্দার কাছে তা পৌঁছে যাবে। (এরপর বলবে) اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ "আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।" তারপর যে দু'আ তার পসন্দ হয় তা সে বেছে নিবে এবং পড়বে।

٥٤٢. بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَاَنْفَهُ حَتّٰى صَلّٰى قَالَ اَبُوْعَبْدِ اللّٰهِ رَاَيْتُ الْحُمَيْدِىَّ يَحْتَجُّ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْ لاَيَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِى الصَّلٰوةِ

৫৪২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত যিনি কপাল ও নাকের ধূলাবালি মোছেন নি।

আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, আমি হুমায়দী (র.)-কে দেখেছি যে, সালাত শেষ হওয়ার আগে কপাল না মুছার ব্যাপারে এ হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করতেন।

٧٩٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِىْ جَبْهَتِهِ .

৭৯৭ মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র.).....আবূ সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পানি ও কাদার মধ্যে সিজ্‌দা করতে দেখেছি। এমন কি তাঁর (মুবারক) কপালে কাদামাটির চিহ্ন লেগে থাকতে দেখেছি।

banglainternet.com

٥٤٣. بَابُ التَّسْلِيْمِ

৫৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরান।

٧٩٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَاالزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِيْ تَسْلِيْمَهُ وَمَكَثَ يَسِيْرًا قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاُرٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ مُكْثَهُ لِكَى يَنْفُذَا النِّسَاءُ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ .

৭৯৮ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ . যখন সালাম ফিরাতেন, তখন সালাম শেষ হলেই মহিলাগণ দাঁড়িয়ে পড়তেন। তিনি ﷺ দাঁড়ানোর পূর্বে কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করতেন। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, আমার মনে হয়, তাঁর এ অপেক্ষা এ কারণে যাতে মুসাল্লীগণ থেকে যে সব পুরষ ফিরে যান তাদের পূর্বেই মহিলাগণ নিজ অবস্থানে পৌঁছে যান।

٥٤٤. بَابُ يُسَلِّمُ حِيْنَ يُسَلِّمُ الْاِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ اِذَا سَلَّمَ الْاِمَامُ اَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ

৫৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবে। ইব্ন উমর (রা.) ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্তাদীগণের সালাম ফিরানো মুসতাহাব মনে করতেন।

٧٩٩ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عِتْبَانَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ .

৭৯৯ হিব্বান ইব্ন মূসা (র.).....ইত্বান ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। তিনি যখন সালাম ফিরান তখন আমরাও সালাম ফিরাই।

٥٤٥. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الْاِمَامِ وَاكْتَفٰى بِتَسْلِيْمِ الصَّلٰوةِ

৫৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যারা ইমামের সালামের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না এবং সালাতের সালামকেই যথেষ্ট মনে করেন।

banglainternet.com

٨٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ

الرَّبِيْعِ وَزَعَمَ اَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِى دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىَّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِى سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ لِقَوْمِىْ بَنِىْ سَالِمٍ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَنْكَرْتُ بَصَرِىْ وَاِنَّ السُّيُوْلَ تَحُوْلُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِىْ فَلَوَدِدْتُ اَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِىْ بَيْتِىْ مَكَانًا حَتّٰى اَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ اَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَاْذَنَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِىْ اَحَبَّ اَنْ يُصَلِّىَ فِيْهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ .

৮০০ আবদান (র.).....মাহমূদ ইব্ন রাবী' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, যে তাঁদের বাড়ীতে রাখা একটি বালতির (পানি নিয়ে) নবী ﷺ কুল্লি করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ইত্বান ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) যিনি বনূ সালিম গোত্রের একজন, তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীন হয়ে গিয়েছে এবং আমার বাড়ী থেকে আমার কাওমের মসজিদ পর্যন্ত পানি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি আমার বাড়ীতে এসে এক যায়গায় সালাত আদায় করবেন সে যায়গাটুকু আমি সালাত আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিব। নবী ﷺ বললেন ঃ ইন্শা আল্লাহ্, আমি তা করব। পরদিন রোদের তেজ বৃদ্ধি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর (রা.) আমার বাড়ীতে এলেন। নবী ﷺ প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে দিলাম। তিনি না বসেই বললেন ঃ তোমার ঘরের কোন স্থানে তুমি আমার সালাত আদায় পসন্দ কর? তিনি পসন্দ মত একটি জায়গা নবী ﷺ-কে সালাত আদায়ের জন্য ইশারা করে দেখালেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন আমরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। অবশেষে তিনি সালাম ফিরালেন, আমরাও তাঁর সালামের সময় সালাম ফিরালাম।

٥٤٧. بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

৫৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পর যিক্র।

٨٠١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ اَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اَعْلَمُ اِذَا انْصَرَفُوْا بِذٰلِكَ اِذَا سَمِعْتُهُ .

banglainternet.com

৮০১ ইসহাক ইব্ন নাস্র (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ

-এর সময় মুসল্লীগণ ফরয সালাত শেষ হলে উচ্চস্বরে যিক্‌র করতেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি এরূপ শুনে বুঝলাম, মুসল্লীগণ সালাত শেষ করে ফিরছেন।

٨٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ اَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ اَبُوْ مَعْبَدٍ اَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلِيٌّ وَاسْمُهُ نَافِذٌ .

৮০২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাক্‌বীর শুনে আমি বুঝতে পারতাম সালাত শেষ হয়েছে। আলী (রা.) বলেন, সুফিয়ান (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ মা'বাদ (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর আযাদকৃত দাসসমূহের মধ্যে অধিক সত্যবাদী দাস ছিলেন। আলী (র.) বলেন, তার নাম ছিল নাফিয।

٨٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ مِنَ الْاَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ اَمْوَالٍ يَحُجُّوْنَ بِهَا وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ اِنْ اَخَذْتُمْ اَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ اَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ اَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ اِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَنُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ تَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ .

৮০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বক্‌র (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দরিদ্রলোক নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছেন, তাঁরা আমাদের মত সালাত আদায় করছেন আমাদের মত সিয়াম পালন করছেন এবং অর্থের দ্বারা হজ্জ, উমরা, জিহাদ ও সাদাকা করার মর্যাদাও লাভ করছেন। এ শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চাইতে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে, তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। তবে যারা পুনরায় এ ধরণের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্) তাহ্‌মীদ (আলহামদু লিল্লাহ্) এবং তাক্‌বীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। (এ বিষয়টি নিয়ে) আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশ বার তাসবীহ্ পড়ব। তেত্রিশ বার তাহ্‌মীদ আর চৌত্রিশ বার তাক্‌বীর পড়ব। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে, যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।

banglainternet.com

٨٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِيْ كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اَللّٰهُمَّ لَا مَنِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهٰذَا وَقَالَ الْحَسَنُ وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ بِهٰذَا الْجَدُّ غَنِيٌّ .

৮০৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.)-এর কাতিব ওয়াররাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) আমাকে দিয়ে মু'আবিয়া (রা.)-কে (এ মর্মে) একখানা পত্র লিখালেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক ফরয সালাতের পর বলতেন - لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اَللّٰهُمَّ لَا مَنِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। ইয়া আল্লাহ্! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার কাছে (সৎকাজ ভিন্ন) কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না।" শু'বা (র.) আবদুল মালিক (র.) থেকে অনুরূপ বলেছেন, আপনার কাছে (সৎ কাজ ছাড়া) এবং হাসান (র.) বলেন, 'جد' অর্থ সম্পদ এবং শু'বা (র.).....ওয়ার্‌রাদ (র.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٤٧. بَابُ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

৫৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীগণের দিকে ফিরবেন।

٨٠٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلّٰى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ .

৮০৫ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....সামুরা ইব্ন জুনদব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করতেন, তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরাতেন।

٨٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ

banglainternet.com

قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ .

৮০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময় প্রতিপালক কি বলেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ (রব) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্য কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহ্র করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়েছে।

٨٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَخَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَلَمَّا صَلّٰى اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوْا وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ .

৮০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অর্ধরাত পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করলেন। এরপর তিনি আমাদের সামনে বের হয়ে এলেন। সালাত শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষণ তোমরা যেন সালাতে রত থাকবে।

٥٤٨. بَابُ مُكْثِ الْاِمَامِ فِيْ مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَالَ لَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّيْ فِيْ مَكَانِهِ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ الْفَرِيْضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَا يَتَطَوَّعُ الْاِمَامُ فِيْ مَكَانِهِ وَلَمْ يَصِحَّ

৫৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পরে ইমামের মুসাল্লায় বসে থাকা। নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা.) যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফরয সালাত আদায় করতেন সেখানে দাঁড়িয়ে অন্য সালাত আদায় করতেন।এরূপ কাসিম (র.) আমল করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মারফূ' হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, ইমাম তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করবেন। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) এ হাদীসটি মারফূ' হিসেবে রিওয়ায়েত করা ঠিক নয়।

banglainternet.com

٨٠٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِيْ مَكَانِهِ يَسِيْرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لِكَيْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ اِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوْتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَنْصَرِفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ اَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ اَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ اَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِيْ زُهْرَةَ وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِيْ هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ الْفِرَاسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اِمْرَاَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৮০৮ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র.).....উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সালাম ফিরানোর পর নিজ যায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বসে থাকার কারণ আমার মনে হয় সালাতের পর মহিলাগণ যাতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান। তবে আল্লাহ্ই তা অধিক জ্ঞাত। ইব্ন আবূ মারইয়াম (র.).....হিন্দ বিনত হারিস ফিরাসিয়াহ (রা.) যিনি উম্মে সালামা (রা.)-এর বান্ধবী তাঁর সূত্রে নবী পত্নী উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাম ফিরাতেন, তারপর মহিলাগণ ফিরে গিয়ে তাঁদের ঘরে প্রবেশ করতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ফিরবার আগেই। ইব্ন ওহাব (র.) ইউনুস (র.) সূত্রে শিহাব (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) বর্ণনা করেছেন এবং উসমান ইব্ন উমর (র.) বলেন, আমাকে ইউনুস (র.) যুহরী (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, আর যুবাইদী (র.) বলেন, আমাকে যুহরী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, হিন্দ বিনত হারিস কুরাশিয়াহ (রা.) তাকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি মা'বাদ ইব্ন মিকদাদ (র.)-এর স্ত্রী। আর মা'বদ বনূ যুহরার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি (হিন্দ) নবী ﷺ -এর সহধর্মিনীগণের নিকট যাতায়াত করতেন। শু'আইব (র.) যুহরী (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ কুরাশিয়াহ (র.) বর্ণনা করেছেন। আর ইব্ন আবূ আতীক (র.) যুহরী (র.) সূত্রে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। লাইস (র.) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সায়ীদ (র.) সূত্রে ইব্ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশের এক মহিলা তাঁকে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٥٤٩. بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

৫৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীদের নিয়ে সালাত আদায়ের পর কোন প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়লে তাদের ডিঙ্গিয়ে যাওয়া।

٨٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

৮০৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদ (র.).....উকবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় নবী ﷺ-এর পিছনে আসরের সালাত আদায় করলাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যান এবং মুসল্লীগণকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর সহধর্মিনীগণের কোন একজনের কক্ষে গেলেন। তাঁর এই দ্রুততায় মুসল্লীগণ ঘাবড়িয়ে গেলেন। নবী ﷺ তাঁদের কাছে ফিরে এলেন এবং দেখলেন যে, তাঁর দ্রুততার কারণে তাঁরা বিস্মিত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি বললেন ঃ আমাদের কাছে রক্ষিত কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়ে যায়। তা আমার প্রতিবন্ধক হোক, তা আমি পসন্দ করি না। তাই তা বন্টন করার নির্দেশ দিয়ে দিলাম।

٥٥٠. بَابُ الْإِنْفِتَالِ وَالْانْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مَنْ يَعْمِدُ الْإِنْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ

৫৫০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত শেষে ডান ও বাঁ দিকে ফিরে যাওয়া। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) কখনো ডান দিকে এবং কখনো বাঁ দিকে ফিরে যেতেন। নির্দিষ্ট করে ডান দিকে ফিরে যাওয়া দোষণীয় মনে করতেন।

٨١٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ .

৮১০ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার সালাতের কোন কিছু শয়তানের জন্য না করে। তা হল, শুধুমাত্র ডান দিকে ফিরানো জরুরী মনে করা। আমি নবী ﷺ-কে অধিকাংশ সময়ই বাম দিকে ফিরতে দেখেছি।

banglainternet.com

٥٥١. بَابُ مَاجَاءَ فِي الثُّوْمِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ اَكَلَ الثُّوْمَ اَوِالْبَصَلَ مِنَ الْجُوْعِ اَوْغَيْرِهِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

৫৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাচা রসুন, পিয়াজ, ও দুর্গন্ধযুক্ত মশলা বা তরকারী। নবী ﷺ -এর বাণীঃ ক্ষুধা বা অন্য কোন কারণে কেউ যেন রসুন বা পিয়াজ খেয়ে অবশ্যই আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।

٨١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيْدُ الثُّوْمَ فَلاَيُغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنِيْ بِهِ قَالَ مَا اُرَاهُ يَعْنِيْ اِلاَّ نِيْئَهُ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ اِلاَّ نَتْنَهُ .

৮১১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি এ জাতীয় গাছ থেকে খায়, তিনি এ দ্বারা রসুন বুঝিয়েছেন, সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। (রাবী আতা (র.) বলেন) আমি জাবির (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ -এর দ্বারা কি বুঝিয়েছেন (জাবির (রা.)) বলেন, আমার ধারণা যে, নবী ﷺ -এর দ্বারা কাঁচা রসুন বুঝিয়েছেন এবং মাখলাদ ইব্ন ইয়াযীদ (র.) ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

٨١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّوْمَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا .

৮১২ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেন, যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ কাচা রসুন ভক্ষণ করবে সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।

٨١٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ زَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَاَلَ فَاُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اِلٰى بَعْضِ اَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ اَكْلَهَا فَقَالَ كُلْ فَاِنِّيْ اُنَاجِيْ مَنْ لاَ تُنَاجِيْ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ اُتِيَ بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِيْ طَبَقًا فِيْهِ خَضِرَاتٌ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَاَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلاَ اَدْرِيْ هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ اَوْ فِي الْحَدِيْثِ .

banglainternet.com

৮১৩ সায়ীদ ইব্ন উফাইর (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিয়াজ খায় সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে আর নিজ ঘরে বসে থাকে। (উক্ত সনদে আরো বর্ণিত আছে যে,) নবী ﷺ -এর কাছে একটি পাত্র যার মধ্যে শাক-সব্জী ছিল আনা হলো। নবী ﷺ-এর গন্ধ পেলেন এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাকে সে পাত্রে রক্ষিত শাক-সব্জী সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন একজন সাহাবী (আবূ আইয়ূব (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাঁর কাছে এগুলো পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু তিনি তা খেতে অপসন্দ মনে করলেন, এ দেখে নবী ﷺ বললেনঃ তুমি খাও। আমি যাঁর সাথে গোপনে আলাপ করি তাঁর সাথে তুমি আলাপ কর না (ফিরিশ্তার সাথে আমার আলাপ হয় তাঁরা দুর্গন্ধকে অপসন্দ করেন) আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ (র.) ইব্ন ওয়াহাব (র.) থেকে বলেছেন, 'أُتِيَ بِبَدْرٍ' ইব্ন ওয়াহব-এর অর্থ বলেছেন, খাঞ্চা যার মধ্যে শাক-সব্জী ছিল। আর লায়স ও আবূ সাফওয়ান (র.) ইউনুস (র.) থেকে রিওয়ায়াত বর্ণনায় 'قِدْرٍ' এর বর্ণনা উল্লেখ করেন নি। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) قِدْرٍ এর বর্ণনা যুহরী (র.)-এর উক্তি, না হাদীসের অংশ তা আমি বলতে পারছি না।

٨١٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فِي الثُّوْمِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا .

৮১৪ আবূ মা'মার (র.).....আবদুল আযীয (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নবী ﷺ -কে রসুন খাওয়া সম্পর্কে কি বলতে শুনেছেন ? তখন আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ জাতীয় গাছ থেকে খায় সে যেন, অবশ্যই আমাদের কাছে না আসে এবং আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় না করে।

٥٥٢ . بَابُ وُضُوْءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُوْرُ وَحُضُوْرِهِمُ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيْدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوْفِهِمْ .

৫৫২. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের উযূ করা, কখন তাদের উপর গোসল ও পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব হয় এবং সালাতের জামা'আতে, দু' ঈদে এবং জানাযায় তাদের হাযির হওয়া এবং কাতারবন্দী হওয়া।

٨١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوْا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

banglainternet.com

৮১৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র.).....শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে খবর দিয়েছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে একটি পৃথক কবরের কাছে গেলেন। নবী ﷺ সেখানে লোকদের ইমামতি করেন। লোকজন কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আমর! কে আপনাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)।

٨١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৮১৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক (মুসলমানের) গোসল করা কর্তব্য।

٨١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوْءًا خَفِيْفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ فَاَتَاهُ الْمُنَادِيْ يَاْذَنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ اِنَّ رُؤْيَا الْاَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَاَ اِنِّيْ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ .

৮১৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে আমার খালা (উম্মুল মু'মিনীন) মাইমূনা (রা.) এর কাছে রাত্র কাটালাম। সে রাতে নবী ﷺ-ও সেখানে নিদ্রা যান। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তিনি উঠলেন এবং একটি ঝুলন্ত মশক থেকে পানি নিয়ে হাল্‌কা উযূ করলেন। আম্‌র (বর্ণনাকারী) এটাকে হাল্‌কা এবং অতি কম বুঝলেন। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি উঠে তাঁর মতই সংক্ষিপ্ত উযূ করলাম, এরপর এসে নবী ﷺ-এর বামপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডানপাশে করে দিলেন। এরপর যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সালাত আদায় করলেন, এরপর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়ায হতে লাগল, এরপর মুআয্‌যীন এসে সালাতের কথা জানালে তিনি উঠে তাঁর সালাতের জন্য চলে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। কিন্তু (নতুন) উযূ করলেন না। সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি আমর (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লোকজন বলে থাকেন, নবী ﷺ-এর চোখ নিদ্রায় যেত কিন্তু তাঁর কাল্‌ব (হৃদয়) জাগ্রত থাকত। আম্‌র (র.) বললেন, উবাইদ ইব্ন উমাইর (র.)-

banglainternet.com

কে আমি বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই নবীগণের স্বপ্ন অহী। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন اِنِّيْ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ (ইব্‌রাহীম (আ.), ইসমাঈল (আ.)-কে বললেন) আমি স্বপ্নে দেখলাম,তোমাকে কুরবানী করছি.....(৩৭ঃ১০২)।

৮১৮ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ قُوْمُوْا فَلَاُصَلِّيَ بِكُمْ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَالُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْيَتِيْمُ مَعِيْ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ .

৮১৮ ইসমায়ীল (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, ইসহাক (র.)-এর দাদী মুলাইকা (রা.) খাদ্য তৈরী করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। তিনি তার তৈরী খাবার খেলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা উঠে দাঁড়াও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। আনাস (রা.) বলেন, আমি একটি চাটাইয়ে দাঁড়ালাম যা অধিক ব্যবহারের কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি এতে পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন, আমার সঙ্গে একটি ইয়াতীম বাচ্চাও দাঁড়াল এবং বৃদ্ধা আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। আমাদের নিয়ে তিনি দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন।

৮১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ اَحَدٌ .

৮১৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি গাধার উপর আরোহণ করে অগ্রসর হলাম। তখন আমি প্রায় সাবালক। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনায় প্রাচীর ব্যতীত অন্য কিছু সামনে রেখে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি কোন এক কাতারের সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হয়ে এক জায়গায় নেমে পড়লাম এবং গাধাটিকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি কাতারে প্রবেশ করলাম। আমার এ কাজে কেউ আপত্তি করলেন না।

৮২০ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْعِشَاءِ حَتّٰى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

banglainternet.com

ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ يُصَلِّيْ هٰذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّيْ غَيْرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ .

৮২০ আবুল ইয়ামান ও আইয়াশ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে অনেক বিলম্ব করলেন। অবশেষে উমর (রা.) তাঁকে আহবান করে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে বললেনঃ তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ এ সালাত আদায় করে না। (রাবী বলেন,) মদীনাবাসী ব্যতীত আর কেউ সে সময় সালাত আদায় করতেন না।

٨٢١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوْجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِيْ مِنْهُ مَاشَهِدْتُّهُ يَعْنِيْ مِنْ صِغَرِهِ اَتَى الْعَلَمَ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تَهْوِيْ بِيَدِهَا اِلٰى حَلْقِهَا تُلْقِيْ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ اَتَى هُوَ وَبِلَالٌ الْبَيْتَ .

৮২১ আমর ইব্ন আলী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি নবী ﷺ -এর সঙ্গে কখনো ঈদের মাঠে গমন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, গিয়েছি। তবে তাঁর কাছে আমার যে মর্যাদা ছিল তা না থাকলে আমি অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে সেখানে যেতে পারতাম না। তিনি কাসীর ইব্ন সাল্‌তের বাড়ীর কাছে যে নিশানা ছিল সেখানে আসলেন (নামাযান্তে) পরে খুত্‌বা দিলেন। এরপর মহিলাদের নিকট গিয়ে তিনি তাদের ওয়ায ও নসীহত করেন। এবং তাদের সাদাকা করতে নির্দেশ দেন। ফলে মহিলারা তাঁদের হাতের আংটি খুলে বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন। এরপর নবী করীম ﷺ ও বিলাল (রা.) বাড়ী চলে এলেন।

٥٥٣ . بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

৫৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ও অন্ধকারে মহিলাগণের মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া।

٨٢٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتّٰى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا اَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا يُصَلّٰى يَوْمَئِذٍ اِلَّا بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ .

banglainternet.com

৮২২ আবুল ইয়ামান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে অনেক বিলম্ব করলেন। ফলে উমর (রা.) তাঁকে আহবান করে বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন নবী করীম ﷺ বেরিয়ে এসে বললেন ঃ এ সালাতের জন্য পৃথিবীতে অন্য কেউ অপেক্ষারত নেই। সে সময় মদীনাবাসী ব্যতীত অন্য কোথাও সালাত আদায় করা হত না। মদীনাবাসীরা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের দৃশ্যমান লালিমা অদৃশ্য হওয়ার সময় থেকে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইশার সালাত আদায় করতেন।

٨٢٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ . تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৮২৩ উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের স্ত্রীগণ রাতে মসজিদে আসার জন্য তোমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তা হলে তাদের অনুমতি দিবে। শু'বা (র.).....ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٨٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ النِّسَاءَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ اِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ صَلّٰى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللّٰهُ ﷺ فَاِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ .

৮২৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....হিন্দ বিন্ত হারিস (র.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী সালামা (রা.) তাঁকে জানিয়েছেন, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায়কারী পুরুষগণ, আল্লাহ্ যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, (তথায়) অবস্থান করতেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ উঠতেন, তখন পুরুষগণও উঠে যেতেন।

٨٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

৮২৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত,

banglainternet.com

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের সালাত শেষ করতেন তখন মহিলাগণ চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে ঘরে ফিরতেন। অন্ধকারের কারণে তখন তাঁদেরকে চিনা যেতো না।

٨٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْـــهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَاَقُوْمُ اِلَى الصَّلَاةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمِّـهِ .

৮২৬ মুহাম্মদ ইব্ন মিস্কীন (র.).....আবূ কাতাদা আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি সালাতে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করব বলে ইচ্ছা করি, এরপর শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে আমি সালাত সংক্ষিপ্ত করি এ আশংকায় যে, তার মায়ের কষ্ট হবে।

٨٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْـدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ اِسْـرَائِيْلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ اَوَ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ .

৮২৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানতেন যে, মহিলারা কি অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তা হলে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন। (রাবী) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সায়ীদ (র.) বলেন,) আমি আমরাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٥٤. بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

৫৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষগণের পিছনে মহিলাগণের সালাত।

٨٢٨ حَدَّثَنَا يَحْـيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْـدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ قَامَتِ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْـضِيْ تَسْلِيْمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِيْ مَقَامِهِ يَسِيْـرًا قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ قَالَ نُرَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ لِكَيْ تَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ .

৮২৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ' (র.).....উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন, তখন মহিলাগণ তাঁর সালাম শেষ করার পর উঠে যেতেন। নবী করীম ﷺ দাঁড়ানোর আগে নীজ জায়গায় কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। রাবী (যুহরী (র.) বলেন, আমাদের

banglainternet.com

মনে হয়, তা এজন্য যে, অবশ্য আল্লাহ্ ভাল জানেন, যাতে মহিলাগণ চলে যেতে পারেন, পুরুষগণ তাদের যাওয়ার আগেই।

٨٢٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِسْحٰقَ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ فِى بَيْتِىْ اُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا .

৮২৯ আবূ নু'আইম (র.).....আনাস (ইব্ন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উম্মে সুলাইম (রা.)-এর ঘরে সালাত আদায় করেন। আমি এবং একটি ইয়াতীম তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম আর উম্মে সুলাইম (রা.) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন।

٥٥٥. بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِى الْمَسْجِدِ

৫৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাত শেষে মহিলাগণের দ্রুত চলে যাওয়া এবং মসজিদে তাদের অল্পক্ষণ অবস্থান করা।

٨٣٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ اَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا .

৮৩০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করতেন। এপর মু'মিনদের স্ত্রীগণ চলে যেতেন, অন্ধকারের জন্য তাদের চেনা যেত না অথবা বলেছেন, অন্ধকারের জন্য তাঁরা একে অপরকে চিনতেন না।

٥٥٦. بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْاَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوْجِ اِلَى الْمَسْجِدِ

৫৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে যাওয়ার জন্য স্বামীর নিকট মহিলার অনুমতি চাওয়া।

٨٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا اسْتَاْذَنَتِ امْرَاَةُ اَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا .

৮৩১ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী যদি (সালাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার) অনুমতি চায় তা হলে স্বামী যেন তাকে বাঁধা না দেয়।

banglainternet.com